৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৩ অগ্রহায়ণ – ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ ঃ ১০ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 8, 10 December - 16 December, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বগটুই কাণ্ডে রামপুরহাটের বরশাল পঞ্চায়েতের

উপপ্রধান ভাদু খুনের অন্যতম অভিযুক্ত সফিজুল শেখকে গ্রেফতার করলো সিবিআই। বাড়িতে ধানের বস্তার ভিতর লুকিয়ে ছিল সে।

রবিবার : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২ ব্লকের নাড়ুয়াবিলা

গ্রামে তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজ কুমার মান্নার বাড়িতে ঘটা বিস্ফোরণে মৃত্যু হোলো তিন জনের। এই ঘটনার এন আই এ তদন্ত নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

সোমবার : বাড়িতে পোষ্য পালন করেন অনেকে। কিন্তু তার

জন্য লাইসেন্স করতে হয়রানির শেষ ছিল না। সশরীরে যেতে হত পুরসভায়। এবার থেকে কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনেই মিলবে লাইসেন্স। জানিয়েছেন মেয়র।

মঙ্গলবার : স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ২১০০০ পদে

দুর্নীতি হয়েছে বলে কলকাতা হাই কোর্টে জানালো সিবিআইয়ের সিটের প্রধান। এই শুনে বিচারপতি বলেন দুর্নীতিতে যুক্ত কাউকে রেয়াদ করা হবে না। সিটের তদন্তে সব রকম সাহায্য করবে আদালত।

বুধবার : জাতীয় পরিবেশ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল ছমাসের

মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যাবতীয় পুরানো গাড়ি বাতিল করতে হবে। রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতদেশ জারি করেছে। কিছুটা সময় পেল রাজ্য।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে নবম থেকে দ্বাদশ

শ্রেণীতে শিক্ষক নিয়োগের ও এম আর সিট এস এস সি প্রকাশ করতেই বেরিয়ে আসছে দুর্নীতির দুর্গন্ধ। দেখা যাচ্ছে রোল নম্বর ভুল লিখলেও মিলেছে চাকরি।

শুক্রবার : উৎসশ্রী প্রকল্পে শিক্ষক শিক্ষিকা নিজেদের পছন্দ

School Education Department
Govt. of West Bengal

মত বদলি হওয়ায় দূরের স্কুলগুলি ভুগছে শিক্ষক হীনতায়। এই সংক্রান্ত এক মামলায় উঠে এসেছে বদলিতেও দুর্নীতির আশংকা। স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে বদলির তালিকা জমা দিতে বলেছে আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আবাস যোজনা নিয়ে জেরবার নবান্ন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: যোজনার নাম বদলে দেওয়া থেকে শুরু করে ভুয়ো উপভোক্তাদের নাম তালিকাভুক্ত হওয়া এমনকি হিসাবের গড়মিলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আটকে ছিল কেন্দ্রের বরাদ্দ। সরেজমিনে ঘুরে এসে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছে কেন্দ্রের পরিদর্শক দল। অবশেষে কেন্দ্রের সব শর্ত মেনে নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে যোজনা পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুচলেখা দেওয়ায় বেশ কয়েকমাস বাদে এসেছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা। শুরু হয়েছে সমীক্ষা। ফের যাতে রাজ্যের মুখ না পোড়ে তার জন্য বারে বারে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে নজরদারির নির্দেশ দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা মহকুমা এবং ব্লক স্তরে খুলতে হবে কন্ট্রোল রুম, রাখতে হবে আবাস যোজনার 'কমপ্লেন বক্স'। এমনকি সমীক্ষার কাজে

লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে আশা আইসিডিএস কর্মীদের। কিন্তু তাতেও কমছে না বিড়ম্বনা। সমীক্ষা নিয়ে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি তালিকা তৈরিতে প্রশাসনের গড়মিলে তারা যাতে ফেঁসে না যান তাই সমীক্ষার কাজে বেঁকে বসেছেন আশা-আইসিডিএস কর্মীরা। অভিযোগ তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে হুগলির আমারবাগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙর ব্লকে তারা বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা সমীক্ষা করার পরে কেউ যদি ঘর না পান তাহলে তাদের জনরোষের মুখোমুখি হতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, কাটমানি এড়িয়ে আবাস যোজনার স্বচ্ছ তালিকা তৈরি এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কাছে।

বারুইপুর থেকে আমাদের প্রতিনিধি প্রিয় মুখার্জী জানাচ্ছেন, বারুইপুর মদারাট পঞ্চায়েত এর মসজিদ পাড়ায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়াকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা এলাকায়। এলাকার মহিলারাও বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের অভিযোগ, আবাস প্লাস প্রকল্পে যাদের দোতলা বাড়ি তাদের নামের তালিকা তৈরী হয়েছে। সেই তালিকায় যাদের দোতলা বাড়ি রয়েছে তাদেরই নাম এসেছে, কিন্তু যাদের বাড়ি ভাঙা তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হচ্ছেন, দোতলা বাড়ির মালিকরা একাধিক ঘর পেয়েছে। বারংবার পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হলেও কোনো প্রতিকার হয়নি। গ্রামের অনেকের বাড়িতেই বর্ষার সময় জল পড়ে, ত্রিপল চেয়েও পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। যদিও মদারাট পঞ্চায়েত সদস্য তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল রফিক মোল্লা বলেন, বহুদিন ধরে আবাস যোজনা বন্ধ ছিল। সবেমাত্র কাজ শুরু হয়েছে, এখন যে লিস্ট এসেছে তা ২০১৮-১৯ সালের সার্ভে অনুযায়ী। এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলা কি বারুদের স্তূপে

কুনাল মালিক

বহু চর্চিত এবং আলোকিত 'ডিসেম্বর' মাস চলছে। ডিসেম্বর মাসে 'বিগ ব্রেকিং' কি হয় সেটাই দেখার। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঢাকে এখনও কাঠি পড়েনি। কিন্তু রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক তৎপরতা অর্থাৎ সভা-সমিতি, ডেপুটেশন, র‍্যালি শুরু হয়েছে। তৃণমূলের ঝান্ডার পাশাপাশি পদ্মফুল আর কাস্তে হাতুড়ির ঝান্ডাও চোখে পড়ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক তৃণমূলকে সহজে যে বিরোধী শিবির 'ওয়াক ওভার' দেবে না, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি অস্ত্র, বন্দুক, গোলা, বারুদ উদ্ধার হচ্ছে। কোথাও বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে শিশুরা আহত হচ্ছে। কোথাও বিস্ফোরণে সিভিক পুলিশের মৃত্যু হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাশীপুর থানা এলাকায় নজরুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বাড়ি পুলিশ অভিযান চালালে ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র বোমা তৈরির মশলা, সকেট বোমা, মোবাইল উদ্ধার হয়। যা দেখে অনেকেই হতভম্ব। যেন অস্ত্রের কারখানা।

বারুইপুর পুলিশ জেলার এস পি মিসেস পুষ্প বেআইনি অস্ত্র সামনে রেখে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সূত্রের খবর দঃ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, ভাঙড় এলাকায় ভিন রাজ্য থেকে বেআইনি অস্ত্র শস্ত্র চোরা পথে ঢুকছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর পঞ্চায়েতের আগে সুন্দরবনের অরক্ষিত নদী পথেও অস্ত্র বোমা গুলি ঢুকতে পারে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠ হয়, রক্তপাতহীন নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন থানা এলাকায় বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারকাজ করছে পুলিশ। এরপর পাঁচের পাতায়

সাবাস দিল্লি, সাবাস গুজরাট আর হিমাচল

ওঙ্কার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে যখন রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের নামে কথায় কথায় হিংসার কথা বলছেন তখন নেচে গেয়ে আবির উড়িয়ে গণতন্ত্রের উৎসব পালন করছে এই ভারতেরই অন্য তিন রাজ্য।

বুথ দখল, ইভিএম ভাঙচুর, গুলি বোমা, হাতাহাতি, রক্তপাত ছাড়া শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে দিল্লি পুরনিগমে ক্ষমতা বদল হয়ে গেল বিজেপি থেকে আপে। কোনো হিংসা ছাড়াই গুজরাটে নতুন শক্তি হিসাবে উঠে এল কেজরিওয়ালের আপ। কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে রেকর্ড করল বিজেপি। হিমাচলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে ক্ষমতা দখল করল কংগ্রেস। বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের ভোট শতাংশের ব্যবধান মাত্র.৯ শতাংশ। তবু নির্বাচনের আগে বা পরে কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নি। হিমাচলে তো বিজেপি ক্ষমতায় থেকে ভোট হল, হেরে গেল। তবু বিরোধীরা কোনো অভিযোগ জানাতে পারলো না। দিল্লিতে আপ ক্ষমতায় থেকে পুরনিগমে বিজেপিকে হারালো তবু বিজেপি কোনো অভিযোগ জানাতে পারলো না। পুলিশ, প্রশাসন, আদালত কাউকেই ব্যস্ত থাকতে হল না ভোট সন্ত্রাস নিয়ে।

সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচনের কাণ্ডারীরা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে এসব রাজ্যের এত ফারাক কেন তা নিয়ে এ রাজ্যের রাজনীতিকদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা আছে নিজের তালে। ফলে এখানে আবাস যোজনার টাকা আসে না দুর্নীতির জন্য। কাটমানির কারণে আটকে যায় একশো দিনের কাজের টাকা। রাজ্যের মন্ত্রীকে গিয়ে ভুল স্বীকার করে টাকার তদবির করতে হয়। আবার টাকা এলে তালিকা তৈরী করতে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ঠ্যাকাতে মাঠে নামাতে হয় জেলাশাসকদের। এ রাজ্যে নেতাদের ক্ষমতায় আসাই যেন কমাতে হবে বলে। আর কামাতে যদি নাও পারি তাহলে পদ যা দিয়ে দাদাগিরি করার সুযোগ থাকবে।

এই মানসিকতা থেকে বহুদিন আগেই বেরিয়ে এসেছে অন্য রাজ্য। কারণ তারা বুঝে গেছে রাজ্যের উন্নতির জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিরতা। এর সঙ্গে এরা আপোষ করে না। এরা জানে রাজ্যের মানুষের হাতে কাজ যোগালে তবে চাঙ্গা থাকবে অর্থনীতি। আর কাজ জোগাতে চাই শিল্প স্থাপন এবং কৃষির উন্নতি। সেই লক্ষেই নিজেদের মধ্যে যতই রাজনৈতিক বিবাদ থাক রাজ্যকে কোনো ভাবেই এর বলি হতে দেয়না এরা।

আসলে এবঙ্গের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের এত বুদ্ধিমান মনে করে যে রাজ্যের স্বার্থ তাদের কাছে গৌণ। মহামতি গোখলের সেই বিখ্যাত উক্তি উল্লেখ করে ঢেকুর তুলে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত এ রাজ্যের নেতারা ভুলে যান তখনকার বাঙালি সর্বত্যাগী রাজনীতিকরা আর নেই, তাই গোখলের উক্তিও আজ খাটে না।

ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় বাংলার রাজনীতি থেকে রাজ্যের স্বার্থ উবে গিয়েছে যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে। রয়ে গিয়েছে শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই। ৩৪ বছরের বাম আমলে যা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। সেই থেকে এ রাজ্যের রাজনীতিকরা কি ভাবে ক্ষমতায় আসা যায় এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যায় তার রিসার্চ করে চলেছেন। এরপর পাঁচের পাতায়

উপেক্ষার শিকার মিড ডে মিল কর্মীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হলেও মূলতঃ আশি শতাংশ মানুষের জীবন স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও অভিশপ্ত হয়ে আছে। বহু ছাত্রছাত্রী চরম দারিদ্র্যের কারণে রীতিমতো অপুষ্টির শিকার। খাদ্যের অভাবে তাদের অনেকেই স্কুল জীবন শুরু করতে পারে না আজও। অনেকে আবার শুরু করলেও শেষ করতে পারে না। অন্নের সংস্থানে বহু শিশুকেই আজও শ্রমিক হতে হয়। এ কারণে স্কুল ছুটের সংখ্যা আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। এইসব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করার জন্যে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু করা হয়।

এপ্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, 'ভারতবর্ষের স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পের সূচনা হয় স্বাধীনতার আগে থেকেই। ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রথম অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার দেওয়ার প্রকল্প চালু করে। ১৯৮০ সালে গুজরাট, কেরালা, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী সহ মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এই প্রকল্প চালু হয়। এরপর ১৯৯০-৯১ সালে গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ সহ ১২টি রাজ্যে রাজ্য সরকারের তহবিলের টাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু হয়। এই সাথে কর্নাটক, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গেও সূচনা হয় এই প্রকল্পের। অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থান আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে। ১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্র ঘোষণা করে দেশের ২৪০৮টি ব্লকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে খাবার দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের নাম হয় ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ নিউট্রিশন সাপোর্ট অফ প্রাইমারি এডুকেশন (এনপিএনএসপিই)। বর্তমানে যা মিড ডে মিল প্রকল্প (এমডিএমএস) নামে পরিচিত। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে দেশের সমস্ত ব্লকেই এই প্রকল্প কার্যকর হয় বলে কেন্দ্র ঘোষণা করে। ২০০১ সালের ২৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলে, প্রাথমিকে পাঠরত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন দুপুরে গরম খাবার সরবরাহ করতে হবে। ২০০৭-০৮ বর্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। ২০১৫ সালে সারা দেশে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্রছাত্রী। আর এই ছাত্রছাত্রীদের খাবার রান্নার কাজে যুক্ত ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ ৭৩ হাজার মিড-ডে মিল কর্মী। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষের কাছাকাছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন আজও মাত্র ১৫০০ টাকা। এবং তাও দেওয়া হয় মাত্র ১০ মাস। এদের কোনও পি এফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতাও দেওয়া হয় না। অথচ দেশেরই অন্যান্য রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি।

এরপর পাঁচের পাতায়

'ইতিহাস বিকৃতির ফলেই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মে ভারতবিদ্বেষ'

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা : স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে ইতিহাস বিকৃতির যে কালো অধ্যায় সূচিত হয়েছে তার ফলেই মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মে ভারতবিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বীরমুক্তিযোদ্ধারা।

মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকার বাংলামটরে স্বীকৃতির ৫১তম বর্ষে পুনর্মূল্যায়ন: ভারতের রক্তঋণ ও নবপ্রজন্মের দায়' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা এ মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ-ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদ আয়োজিত পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ডের মহাসচিব ও মুক্তিযুদ্ধের বীরপ্রতীক আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারতের যে রক্তঋণ রয়েছে বাংলাদেশ তা কোনদিনই শোধ করতে পারবে না। কিন্তু নতুন প্রজন্মের প্রকৃত ইতিহাস জানার মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। আমাদের

দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারিনি। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে বলা হয়েছে, তারা ক্ষমতায় এলে মসজিদে উলুধ্বনি হবে, দেশ ভারতের অংশ হয়ে যাবে। যদিও তার কিছুই হয়নি।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদ পারভেজ জুয়েল বলেন, বাংলাদেশের মতো ভারতের নতুন প্রজন্মকেও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে জানতে হবে। দুই দেশের প্রজন্ম যদি একাত্তরের মতো একাত্ম হতে পারে তবেই আগামী দিনে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অটুট থাকবে।'

অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং বাংলাদেশ-ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও প্রকৃতঅর্থে আরও বহু আগেই তারা আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছিলেন। এক কোটির বেশি শরণার্থীকে দীর্ঘসময় আশ্রয় দিয়ে, অস্ত্র-গোলাবারুদ দিয়ে, এমনকি ভারতীয় সেনাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পাঠিয়ে তারা যেভাবে বাংলাদেশের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল তার তুলনা বিশ্বে বিরল। বিশ্বশক্তির সঙ্গে সেই সময়ের ভারত সরকারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে অসম লড়াই করতে হয়েছে তা অতুলনীয়।'

বাংলাদেশ ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদির, ইতিহাস গবেষক রাইহান নাসরিন, আওয়ামীলীগের শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য আবু সেলিম, আয়োজক সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক আবৃত্তি শিল্পী রূপশ্রী চক্রবর্তী, গণমাধ্যম বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক শাহনাজ পারভীন এলিস, সদস্য টিটু প্রিভেল পাল, মো. আলমগীর, নূরুল ইসলাম, শাকিল আহমেদ সহ অনারা। অনুষ্ঠানের আয়োজন সহযোগী ছিল বিশেষায়িত নিউজ পোর্টাল বহুমাত্রিক.কম ও ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর নেতাজী সুভাষ আইডিওলজি (আইসিএনএসআই)।

কৃষ্ণের স্বপ্নাদেশে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পদযাত্রা

বিশেষ সংবাদদাতা: উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের বাসিন্দা দিলীপকুমার পান্ডে পেশায় ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সঙ্গী বিজয়শঙ্কর দুবে ছিলেন সিআরপিএফ জওয়ান। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁরা দুজনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ পান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বলেন, গৃহস্থ অনেকে হয়েছে এবার পথে নামো, নিজেকে চেনো আমাকে জানো, পরমাত্মার সন্ধান করো। তারপর দুই সঙ্গী ২০২২ সালের ১৮ মে বেরিয়ে পড়েন অজানার সন্ধানে। তাঁদের একটা মিশন- পায়ে হেঁটে বিভিন্ন রাজ্যের তীর্থস্থান ও শক্তিপীঠ দর্শন। গোমুখ থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। শেষ হবে মকরসংক্রান্তির দিন পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপে গঙ্গা স্নান করে কপিল মুনির দর্শন।

ওই দুই সঙ্গীর সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার মহাতীর্থ অট্টহাস সতীপীঠে। সঙ্গে একটা সাইকেল থাকলেও, তাতে তারা চাপেন না। ব্যাগপত্র সাইকেলে ঝোলানো আছে। দিলীপ পাণ্ডে জানান, ইতিমধ্যেই তারা গোমুখ, গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, পঞ্চপ্রয়াগ পরিভ্রমণ করেছেন। ঝাড়খণ্ডের বাবাধাম সহ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের নানা তীর্থস্থান ঘুরেছেন। রাত্রি

বাস করেছেন নানা মন্দির ও আশ্রমে। মানুষের সহযোগিতায় তারা ধন্য। দুদিন অট্টহাসে থাকার পর বীরভূমের নানা শক্তিপীঠে তারা ঘুরবেন। তারপর পূর্ব মেদিনীপুর হয়ে কাকদ্বীপ থেকে মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগর যাবেন। দিলীপ বাবু বলেন, তারা দারুন উপভোগ করছেন এই ভগবান নির্দেশিত পদযাত্রা। তাদের পরিবারের সন্তানরাও উচ্চ শিক্ষিত। পরিবারের লোকজন নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখেন। পরিবারের লোকজনও চাইছেন তাদের মিশন গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর যেন সফল হয়। দিলীপ পাণ্ডে আরও জানালেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থস্থান তাদের ঘোরা হয়ে গেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

যাত্রী সংখ্যা কম, বন্ধ হচ্ছে এনজিপি দার্জিলিং এসি টয়ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনে রয়েছে বড়দিন, এরপরই বর্ষবরণ দার্জিলিং এ পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। হোটেল গুলিতে তিল ধারনের জায়গা নেই। আর দার্জিলিং ভ্রমণ মানে টয় ট্রেনে চড়া। এরই মধ্যেই পর্যটকদের কাছে দুঃসংবাদ, হিমালয়ান রেলওয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসি টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হওয়ার কথা। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এনজিপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এসি টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। সপ্তাহে তিনদিন এনজিপি থেকে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো এসি টয়ট্রেন। হিমালয়ান রেলওয়ে তরফ থেকে জানানো হয়েছে যাত্রী সংখ্যা সেই ভাবে হচ্ছে না, বাধ্য হয়ে টয় ট্রেন চালানো বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর থাকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকছে। এর পরেও যে চালু হবে সেই ব্যাপারে কিছু বলা যাচ্ছে না, পরিস্থিতির উপর বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নিঃসন্দেহে এই সংবাদ পর্যটকদের কাছে হতাশা জনক, অনেকেই দার্জিলিং ভ্রমণ করতে আসেন টয়ট্রেন চরবার জন্য। অনেক ঘটা করে এনজিপি থেকে দার্জিলিং এসি টয় ট্রেন চালানো শুরু করেছিল হিমালয়ান রেলওয়ে। সঠিকভাবে যাত্রী মিলছে না এই কারণে আপাতত বন্ধ টয় ট্রেন।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হবে এনজিপি থেকে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেন যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুখবর। চালু হতে চলেছে এনজিপি থেকে কলকাতা পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। অল্প সময়ের মধ্যে যাত্রীরা এনজিপি থেকে কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারবেন। এদিন শিলিগুড়ি জংশনের একটি ফুট ব্রিজ উদ্বোধন করতে এসে এমনটাই জানান সাংসদ রাজু বিস্ত। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সহ রেলের আধিকারিকরা। সাংসদ জানান বর্তমানে এনজিপি থেকে হাওড়া পর্যন্ত লাইনের কাজ চলছে। রেলের তরফ থেকে এই ব্যাপারে অনুমোদন দেওয়া রয়েছে, আগামী বছর থেকে এই পরিষেবা পাবেন রেল যাত্রীরা।

তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুল চলাকালীন স্কুলের অদূরে বাজারের পাশে একটি তাজা বোমা ও বোমার নমুনা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ওকরাবাড়ির মুন্সিরহাট এলাকায়। বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই তাজা বোমা ও বোমার নমুনা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচন্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে ওই বোমা রেখে গিয়েছে তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন দিনহাটার মুন্সিরহাট বাজারের পাশে একটি তাজা বোমা ও বোমার সুতলি দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। ওই এলাকার পাশে দুটি স্কুল ও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। তা দেখে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বোমা ও বোমার সুতলি উদ্ধার করে। সুতলিগুলি দেখে বাসিন্দাদের অনুমান একটি বোমা সেখানে বিস্ফোরণ হয়ে থাকতে পারে। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রতিদিন যেভাবে বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে এবং এলাকায় যেভাবে বোমা আমদানি করা হচ্ছে এটাকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দুটি স্কুল ও বাজারের পাশে যেভাবে একটি তাজা বোমা পড়েছিল তাতে যেকোনো সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। কারণ যখন বোমাটি দেখা যায় সেই সময় স্কুলের পড়ুয়ারা স্কুলে আসছে। তাদের দাবি, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বাগডোগরায় উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগডোগরা গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি মাঠের মধ্যে এক যুবকের পড়ে থাকা মৃতদেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে বুধবার সকালে একটি মাঠের মধ্যে ঘাস দিয়ে মুখ ঢাকা অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। এরপর ঘটনার খবর বাগডোগরা পুলিশকে দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতদেহর পাশ থেকে নেশার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয়রা অনুমান করছে নেশার কারণে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মরনোত্তর দেহদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নকশালবাড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী টুম্পা সরকার (ঘোষ) আজ তার জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মাধ্যমে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে সাক্ষর করলেন।

তিনি জানালেন আমার অনেকদিনের শখ ছিল এই কাজটি করা। যাতে মৃত্যুর পরেও চিকিৎসার স্বার্থে এইসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। আমি পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টুম্পা সরকার জানালেন মানব ধর্ম হল সবচাইতে বড় ধর্ম। এদিন টুম্পা সরকারকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত ছিল তাঁর সন্তান সহ গোটা এলাকার মানুষ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ ডিসেম্বর– ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : উদাসীনতা বৃদ্ধি অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। মান-সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : লাল রঙের বস্ত্র পরিধান করুন।

বৃষ রাশি : সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : গরুকে ঘাস খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সন্তানের জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পদোন্নতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : গুরুজনের আশীর্বাদ নিন।

কর্কট রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আর্থিক দিক দিয়ে সংসারে কষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। বিপদ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যেক রাত্রে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : বহুজাতিক সংস্থা বা চাকরি ক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভে বিলম্ব। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। শিল্পসত্তার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভ। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সবজি বা ফুল গাছের যত্ন নিন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে চাকরিতে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত। ব্যবসায় অর্থ এলেও অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভবনা। অন্যমনস্কতার দরুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারানোর সম্ভাবনা।

প্রতিকার : নারায়ণ মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি হলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে সফলতা এলেও অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। অন্যের প্ররোচনায় সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শত্রু জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। শিল্প সত্তার বিকাশ। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। বিপরুত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন।

প্রতিকার : হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : চাকরিক্ষেত্রে বিবাদের মধ্যে না জড়িয়ে পড়াই ভালো। পদোন্নতিতে শুভ ফল লাভ। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। স্বজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মের জন্য অপমানিত বোধ করতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হতে পারেন।

প্রতিকার : কোনো পুজারিকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ পরুন নতুবা চাকরিতে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা । অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা।

প্রতিকার : অবলাদের খাবার দিন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা বিশেষ করে ভাই বোনের সঙ্গে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধিতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ পল লাভে বিলম্ব। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ বাধার সম্ভাবনা। রাস্তায় চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে জীবনের চলা উচিত।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১০৮ বার 'ওঁ নম শিবায়' মন্ত্র পাঠ করুন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে।
ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

কর্মখালি
চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের কাজ জানা মেকানিক চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৮৩০৩৩২৩৬৭

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে ২৪৩

স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স সহ বিভিন্ন পদে ২৪৩ জনকে নেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রথমে ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। কাকরাপার গুজরাত সাইটে নিয়োগ করা হবে।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : KAKRAPAR GUJARAT SITE/HRM/01/2022.

শূন্যপদের বিবরণ : নার্স-এ : ৩টি (মহিলা ২, পুরুষ ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-১ : হিউম্যান রিসোর্স : ১২টি, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস : ৭টি, সি অ্যান্ড এম এম : ৫টি। স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-১ : ১১টি। সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট/সি : সেফটি সুপারভাইজার : ২টি। সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট/বি : সিভিল ২টি। স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি/ সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ক্যাটেগরি-১) : মেকানিক্যাল : ২১টি, ইলেক্ট্রিক্যাল : ১৩টি, ইলেক্ট্রনিক্স : ১৩টি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৪টি, কেমিক্যাল : ৮টি, কেমিস্ট্রি : ৩টি, ফিজিক্স : ৬টি। স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি/ টেকনিশিয়ান (ক্যাটেগরি ২) : প্লান্ট অপারেটর : ৫৯টি।

স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি/ টেকনিশিয়ান (ক্যাটেগরি ২) : মেইন্টেনার : ফিটার : ৩১টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান : ১২টি, ইলেক্ট্রনিক্স : ১২টি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন : ৪টি, ওয়েল্ডার : ১টি, মেশিনিস্ট : ৬টি, টার্নার : ৫টি, এসি মেকানিক : ২টি।

নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.npcilcareers.co.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি।

দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠানে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রিলায়েন্স রিটেলে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় রিলায়েন্স রিটেলের অ্যাপারেল বা পোশাক-পরিচ্ছদ বিভাগে কিছু সেলস অফিসার নিয়োগ করবে রিলায়েন্স রিটেল। বাজার সমীক্ষা, রিটেল বা খুচরো ব্যবসায়ীদের রিলায়েন্স রিটেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, ডেটাবেস তৈরি এবং রিলায়েন্স রিটেলের অ্যাপারেল ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি কাজের দায়িত্বের অন্তর্গত। এই নিয়োগের জব কোড : SOWB West Bengal Kolkata সংলগ্ন 'ভিউ ডিটেলস'-এ ক্লিক করলে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও নীচের ডানদিকে 'অ্যাপ্লাই নাউ' উইন্ডে পাবেন। অনলাইন আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয়নি। আগ্রহীরা যত দ্রুত সম্ভব দরখাস্ত করবেন।

রেলওয়ে ইনফর্মেশন সিস্টেমসে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুনিয়র ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ পদে ২১ জন কর্মী নেবে সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফর্মেশন সিস্টেমস। এটি রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করা হবে পার্সোনেল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এইচ আর ডি এবং ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগে।

শূন্যপদের বিবরণ : জুনিয়র ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিরেক্টরেট অব ট্রেনিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। স্নাতক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য।

এক্সিকিউটিভ, পার্সোনেল/ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন /এইচ আর ডি : ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পার্সোনেল বা এইচ আর ডি বা এইচ আর এম এস বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা এম বি এ।

এক্সিকিউটিভ, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস : ৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম কম। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক ডিগ্রিসহ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ফিনান্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা এম বি এ।

সব ক্ষেত্রেই ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমাতে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

বয়স : ৩১-১২-২০২২ তারিখে ২২ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি-রা ৩ বছরের এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

শুরুতে বেতন : ৩৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.cris.org.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর।

বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

এগ্রিকালচারে গ্র্যাজুয়েট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাটকো ফার্মা লিমিটে ড কৃষেক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন উপাদান উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। এগ্রিকালচারের গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন যোগ্য। মার্কেটিং ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে এম বি এ ডিগ্রিধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অভিজ্ঞতা নাথাকলেও আবেদন করা যাবে। আগ্রহী প্রার্থীরা বায়োডেটা পাঠাতে পারেনchscareers@natcopharma.co.in অথবাhr-chs@natcopharma.co.in দরখাস্ত (হার্ড কপি) পাঠানো যাবে এই ঠিকানাতেও : AGM-HR Natco House Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-50034.

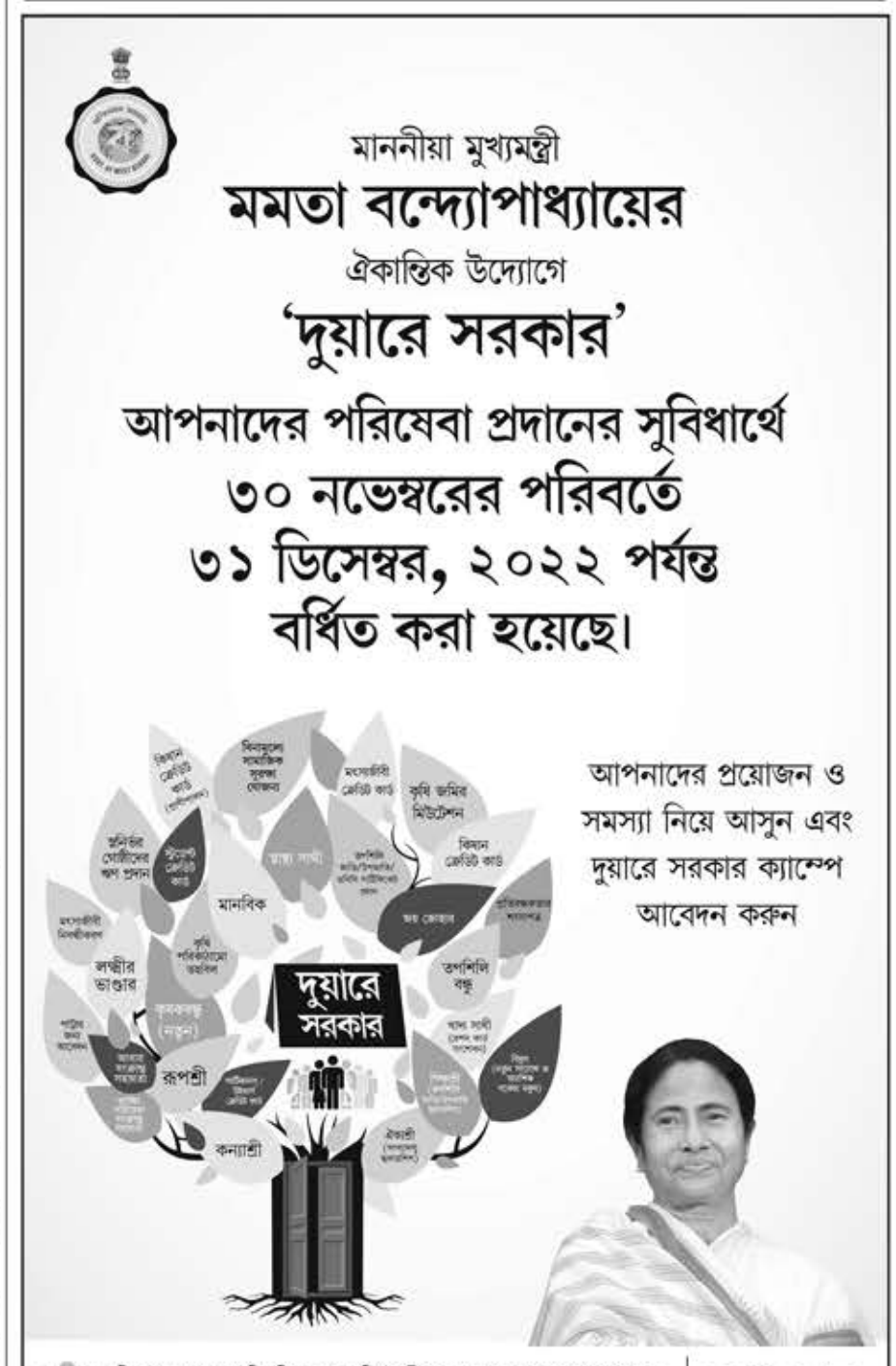

শব্দবার্তা ২২৭

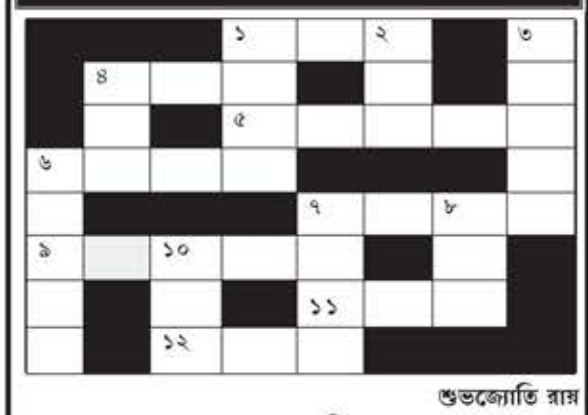

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অনুসরণকারী ৪। 'জানুভানু — শীতের পরিত্রাণ' ৫। জীবনবৃত্তান্তের লেখক ৬। হামেশা, প্রায়ই ৭। চাকরি ৯। অজীর্ণ, হজম না হওয়া ১১। নৃপতি, রাজা ১২। নয় দিন।

উপর-নীচ

১। ভৃত্য ২। জঘন্য, কুৎসিত ৩। দেবতার পুজো ৪। বহিস্তক ৬। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত ৭। আমির সম্প্রদায় ৮। জল ছিটানো, সিঞ্চন ১০। হত্যা, বধ।

সমাধান : ২২৬

পাশাপাশি : ১। অপকার ৪। বারি ৫। সবাই রাজা ৭। কানুন ৯। আসার ১০। রদবদল ১১। ভাব ১২। জনমত।

উপর-নীচ : ১। অরি ২। কারবার ৩। খারিজ ৪। বাদানুবাদ ৬। রায়সাহেব ৮। নিদর্শন ১০। রজার ১১। ভাত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দিসীতার ব্যবস্থাপনায় এবং জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এর উদ্যোগে শ্যামনগর নন্না বাবার গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গঙ্গার পরিশুদ্ধ ও দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য দিশারের ঈশিতা সংগঠনের পক্ষ থেকে মুক্তধারা প্রকল্পের অঙ্কুর রাখতে গত বছরের ন্যায় এই বছরের শেষে জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পৌরসভা অন্তর্গত নোনা বাবার ঘাট, আতপুর ডানলপ ঘাট এবং জগদ্দল বিচুলি ঘাট গঙ্গা আরতির মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী আরাধনা চলে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভাটপাড়া পৌরসভার পৌর প্রধান রেবারাহা ও ভাটপাড়া পৌর প্রতিনিধিরা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাউগাছি পঞ্চায়েতের সদস্যরা। ছবি: বিজয় চক্রবর্তী

মুম্বাইয়ে কাজে গিয়ে খুন

অরিজিৎ মণ্ডল : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে খুন হলো শরিফুল গাজী। ঘটনার খবর আসতেই শোকস্তব্ধ পরিবারের লোকজন।মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পরেই গত ৮ মাস আগে অভাবের তাড়নায় বাড়ি ছেড়ে মুম্বাইয়ে সান্তাক্রুজ অখিল পাড়া এলাকায় দর্জির কাজ করতে যায় শরিফুল। গত সোমবার তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। রবিবার রাতে পরিবারের সাথে কথাও হয় শরিফুল গাজীর। কিন্তু তার আর বাড়ি ফেরা হলো না, সোমবার এলো তার মৃত্যুর খবর। মুম্বাই থেকে পরিবারের লোকজন কে ফোন করে জানানো হয়, দর্জির কারখানার মধ্যে রবিবার রাতে কয়েকজন কারিগরের মধ্যে ব্যচসা চলছিল। সেই সময় কাঁচির আঘাতে গুরুতর জখম হন শরিফুল গাজী। পরে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানেই তাকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকেরা। মগরাহাটের গুড়িয়া হাট এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর হালদারের কাছে মুম্বাইতে কাজ করতো শরিফুল। গত কয়েক মাস তার মাসিক বেতন বন্ধ করে দেয় হাবিবুর। শরিফুল বাড়ি ফেরার সময় তাকে টাকা না দেওয়ার জন্য হাবিবুর পরিকল্পিতভাবে শরিফুলকে খুন করেছে বলে পরিবারের অভিযোগ। এমনকি মৃত যুবকের পরিবারের লোকজন হাবিবুর হালদারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তার ফোন বন্ধ থাকে বলে মৃত যুবকের পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন। অন্যদিকে মৃত শরিফুল গাজীর দেহ মুম্বাই থেকে মগরাহাটের বাড়িতে আনার জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ শরিফুল গাজীর পরিবারের লোকজন। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল শরিফুল। ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানায় শরিফুলের পরিবারের লোকজন।

বারুইপুরে শুটআউট

প্রিয় মুখার্জী : পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতদের নাম সাজ্জাত মণ্ডল ও শারফুদ্দিন লস্কর। বারুইপুরের নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়না এলাকার বাসিন্দা সাজ্জাত। একই পঞ্চায়েতের হিমচির বাসিন্দা শারফুদ্দিন। মঙ্গলবার সন্ধেয় দু'জনে মেলায় যান। রাত দুটো নাগাদ পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন সাজ্জাত ও শারফুদ্দিনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর। দ্রুত দু'জনকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান সাজ্জাত। শারফুদ্দিনকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও বাঁচানো যায়নি। তবে মৃত্যুর আগে শারফুদ্দিন বলে যান, গুলি চালানোর ঘটনায় বলাই নামে একজন যুক্ত রয়েছে। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এলাকা এখনও থমথমে। কেন দুই যুবককে গুলি করে মারা হল–তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শান্তনু মল্লিক ও ঝন্টু মন্ডল। বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগম পুর দুশো কলোনি এলাকা থেকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করা হয় এদের। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি বন্দুক ও দু রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি বেগমপুর দুশো কলোনি এলাকায় অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সেই খবর পেয়েই বারুইপুর থানার এস আই রনি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র। কিভাবে এরা অস্ত্র পেল সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক দুষ্কৃতি মূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নামখানায় খুন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাত এবং পা বেঁধে গৃহবধূকে মেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃতা গৃহবধূর নাম সোমাশ্রী সিংহ। বয়স ২৯। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চন্দ্রনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বছর এগারো আগে মদনগঞ্জের বাসিন্দা সোমাশ্রী সর্দারের সঙ্গে দক্ষিণ চন্দ্রনগরের বাসিন্দা অসীম সিংহের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। তাদের একটি নয় বছরের মেয়ে এবং একটি তিন বছরের ছেলে রয়েছে। সোমাশ্রীর বাপের বাড়ির লোকের অভিযোগ প্রায়শই সোমাশ্রীকে নির্যাতন করত তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এমনকি কয়েক মাস আগে সোমাশ্রীর হাতে এবং পায়ে চেন বেঁধে অমানবিকভাবে অত্যাচার চালায় তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সোমাশ্রী কিছুদিন আগে তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসে। সোমবার দুপুরে সোমাশ্রীর স্বামী অসীম সিংহ তার ছেলেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসে। এরপরই সোমাশ্রীর দাদা তার বোনকে শ্বশুরবাড়িতে দিতে গেলে অপমানজনক কথা বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের তাড়িয়ে দেয়। সোমাশ্রীর দাদা জানান ঐদিন রাতে আবারো অসীম তাদের বাড়িতে এসে তার বোনকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে সোমাশ্রীর শ্বশুরবাড়ি এলাকার প্রতিবেশীদের মারফত জানতে পারেন সমাশ্রীর মৃত্যুর খবর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে বাড়ির ভেতর থেকে হাত–পা বাঁধা অবস্থায় সোমাশ্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। এরপরে পুলিশ মৃতদেহটি কে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়। এ বিষয়ে মৃতার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে নামখানা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মৃতার শ্বশুর শাশুড়ি সহ স্বামীকে গ্রেফতার করেছে।

দু টাকার হাট বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দু টাকার হাট'। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, রবিবারে দু'টাকার হাট বসেছিল বোলপুর সংলগ্ন সাহেবডাঙ্গা আদিবাসী গ্রামে। কিন্তু কি এই হাট, কিই বা হলো কেনাবেচা? রবিবারের এই হাটে কেনাবেচা হলো জামাকাপড় আর যার মূল্য রাখা হয়েছিল মাত্র দুটাকা! আদিবাসী গ্রামের মানুষজন দু টাকার বিনিময়ে পেলেন পরিধেয়যোগ্য পুরাতন জামাকাপড়। তারসঙ্গে দেওয়া হল দশটাকার ডিটারজেন্ট প্যাকেট। আর এই জামাকাপড়গুলো দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বোলপুর, সিউড়ি, লাভপুর, কীর্ণাহার এলাকার অসংখ্য মানুষ। আসলে এই অভিনব আয়োজন যার মস্তিষ্কপ্রসূত সেই বুদ্ধিশ্বর মণ্ডল একজন তায়কোয়ান্দো প্রশিক্ষক আর প্রশিক্ষণ দিতে নানা এলাকায় গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছেন জামাকাপড়গুলো।

প্রত্যেকেই তাদের পুরাতন জামাকাপড় বেশ আগ্রহ সহকারে তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। একটা একটা করে সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়েই হাট বসিয়েছিলেন বুদ্ধিশ্বরবাবু। কিন্তু কেন দুটাকা? তিনি বলেন 'আসলে আমরা চাই ওদের যেন মনে নাহয় এগুলো অনুদান পাচ্ছে,ওরা মনে করুক এগুলো কিনে নিচ্ছে।'

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সহিংস রাজনীতির মোকাবিলায় প্রস্তুতি পুলিশের

দেবাশিস রায় : রাজ্যজুড়ে ক্রমবর্ধমান সহিংস রাজনীতির সঙ্গে টক্কর নিতে পুলিশেও এবার জোর তৎপরতা।নিজেদের ভাঁড়ারে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সহ সমরাস্ত্রের মজুত বাড়ানোর পাশাপাশি নিবিড় জনসংযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা শুরু করেছে পুলিশ।বিভিন্ন ঘটনায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করে ফাইবার স্টিক, কাঁদানে গ্যাসের শেল, জলকামান, রবার বুলেট প্রভৃতি।ভিআইপিদের জন্য হেলিকপ্টার নিরাপদে ল্যান্ডিংয়ে নির্দেশদানে স্মোক ক্যান্ডেল ব্যবহার করে পুলিশ।একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশের এসব সরঞ্জামের মজুত ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।তবে, এই মুহূর্তে পুলিশের প্রধান লক্ষ্য হল গ্রাসরুট লেভেলে সাধারণ মানুষের আস্থা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা। রাজনৈতিক যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে সেই আস্থা কিনা রাজ্য পুলিশ অনেকাংশই হারিয়ে ফেলেছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সহ গণতন্ত্র রক্ষার নামে একাধিক 'অনভিপ্রেত' সাম্প্রতিক ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল।তাদের নানাবিধ অভিযোগের তিরে ক্রমাগত বিদ্ধ রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থা।তাদের গুরুতর অভিযোগ, এই রাজ্যের পুলিশ দলদাসে পরিণত। পুলিশ সর্বত্র শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা–নেত্রীদের অঙ্গুলী হেলনে চলতে থাকায় এখানে আইনের শাসন নেই। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যথাযথ বিচার না পেয়ে হতাশ। ফলে, পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে

তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়ে চলায় বিভিন্ন এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে যা সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ–প্রশাসনেরই কালঘাম ছুটে যায়। পুলিশের নিচুতলার একাংশও অবশ্য বিরোধীদের এই অভিযোগগুলি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। বিশেষ করে, বিভিন্ন থানা কিংবা ফাঁড়িতে কর্মরত পদাধিকারীদের একাংশ যাঁরা বিভিন্ন সময়ে শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা সহ কেষ্টবিষ্টুদের ফরমায়েশ মতো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন সেই তাঁরাই গোপনে এখন স্বচ্ছতার পক্ষে সওয়াল করছেন।এবার কোনও 'অনভিপ্রেত' পরিস্থিতি সৃষ্টির আগেভাগেই যাতে কিছু আভাস পাওয়া যায় কিংবা 'দুর্ভাগ্যজনক' পরিস্থিতির যথাসাধ্য 'শান্তিপূর্ণ' মোকাবিলা করা যায় তার জন্য পুলিশ–প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ করছে বলে ওই বিশেষ সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে।যার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে সর্বত্র নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার কাজ চলছে।ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি থানা এলাকা সিসিটিভিতে কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, সাইবার মিডিয়া এক্সপার্ট, গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে থানার কোণায় কোণায় বিবিধ প্রকারের জমায়েত সহ কার্যত খুঁটিনাটি ঘটনার ওপরেও নজরদারি চালানোর একটা 'শক্তিশালী' নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট পুলিশ–প্রশাসন।একইসঙ্গে একাধিক সাইবার ক্রাইম এবং বিভিন্ন মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যক্তি সহ সাধারণ মানুষের নানাবিধ উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশের দিকেও পুলিশ সতর্ক।যদিও এতসবের পরেও একশ্রেণীর নেতা–নেত্রীদের বিবেক বোধ জাগ্রত না হওয়ায় তাঁরা উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশ করেই চলেছেন এবং পুলিশ কার্যত দর্শকের ভূমিকায়।পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক দশক ধরে অনুষ্ঠিত একাধিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অসংখ্য হিংসাশ্রয়ী তথা অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে জনতা জনার্দন।সেই প্রেক্ষিতে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এই অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই হতাশা ব্যক্ত করছে শুভবুদ্ধি সমাজের একাংশ।এদিকে, এই উদ্ভুত অস্বস্তিকর তথা প্রতিকূল পরিস্থিতির কড়া মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশ এখন থেকেই তলে তলে জোরদার প্রস্তুতির পথে হাঁটা শুরু করেছে।এজন্য পুলিশ প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তোলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে।এবিষয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই যে সাম্প্রতিক একাধিক 'অনভিপ্রেত' বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকাংশেই হারিয়ে গিয়েছে।এমতাবস্থায় পুলিশের এহেন বিবিধ কৌশল অবলম্বনে বঙ্গের জনতা জনার্দনের সুফল হয় কিনা তার উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারবে।

সীমান্তে আবারও কোটি টাকা মূল্যের সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁর ভারত–বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতায় ফের উদ্ধার হল প্রায় কোটি টাকার সোনার বিস্কুট। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেনাপোলের বাসিন্দা বাদল নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশের আকলিমা সরদার নামে এক মহিলার কাছে ১৫টি সোনার বিস্কুট দেয়। এগুলি পেট্রাপোলের আর এক পাচারকারী আশরাফ শেখের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল আকলিমার। এর জন্য তাকে দুই হাজার টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়াও হয়। কিন্তু জয়ন্তীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার সময়ে তার গতিবিধি সেখানে কর্তব্যরত ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের কাছে সন্দেহজনক লাগায় মহিলা বিএসএফ দিয়ে তাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার করা সোনার বিস্কুটের ওজন প্রায় ১৭৫০ গ্রাম। বর্তমান বাজার মূল্য

প্রায় ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। উদ্ধারের পর সেগুলি পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার জানান। তিনি আরও জানান, সীমান্তে চোরাচালান, পাচার ও অনুপ্রবেশ রোধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যার ফলে প্রায়শই অপরাধীরা ধরা পড়ছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৪৩ কিমি। তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়েছে প্রায় এক হাজার কিমি। ভৌগোলিক কারণে উত্তর চব্বিশ পরগণার পুরো সীমান্ত এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। সীমান্তের এই ভৌগোলিক অসুবিধাকে হাতিয়ার করে অনুপ্রবেশ তো প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এছাড়াও পাচার, চোরাচালানও অব্যাহত। পেট্রাপোলে বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, 'আমরা সাংবিধানিক পথেই আমাদের সীমান্তকে দুর্ভেদ্য বানাবো।' একারণে বিএসএফের নজরদারির এলাকা বৃদ্ধি সহ নজরদারিও আরও কঠোর করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ভারত–বাংলাদেশের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সীমান্তে একাধিক অভিযান চালিয়ে বিএসএফ প্রায় ৬ কোটি টাকার অধিকমূল্যের প্রায় ১১ কেজির বেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ২ জন পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করে। বিএসএফের মহিলা কর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে এক মহিলার কাছে থেকে প্রায় ২৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বাজার মূল্যের প্রায় ৫৬২০টি ইয়াবা নামক নিষিদ্ধ ট্যাবলেটও উদ্ধার করেন।

ক্যানিং থেকে উদ্ধার হাওড়ার ছাত্রী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ক্যানিং ষ্টেশন থেকে অসংলগ্ন অবস্থায় এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে উদ্ধার করলো রেল পুলিশ। রেল পুলিশের তরফে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ছাত্রীকে। ছাত্রীর কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ক্যানিং রেল পুলিশের তরফ থেকে ওই ছাত্রীর বাড়িতে সংবাদ পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ ক্যানিং ষ্টেশনের ডাউন ট্রেন থামতেই এক ছাত্রীকে অসংলগ্ন অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন রেলযাত্রীরা। তারা তৎক্ষনাত

রেলপুলিশকে ঘটনার কথা জানায়। উদ্ধার হওয়া ছাত্রী হাওড়া জেলার জগবল্লভপুরে নলদা এলাকার বাসিন্দা হাবিব সেখের মেয়ে কারিমা খাতুন। স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। অন্যান্য দিনের মতো কারিমা বুধবার সকাল ১১ টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। বিকাল তিনটের পর স্কুল থেকে মেয়ে না ফিরে আসায় খোঁজ খবর শুরু করেন পরিবারের লোকজন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করে মেয়ে কে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় থানায় যাওয়ার পরিকল্পনা করে। এরই মধ্যে আচমকা ক্যানিং রেলপুলিশের তরফে ফোনে মেয়ের সন্ধান জানতে পেরে পরিবারের লোকজন রাত প্রায় ১ টা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। রাতেই তারা মেয়েকে নিয়ে নলদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

নিখোঁজ ছাত্রীর দাদা সেখ সাবিরুল বলেন, রেলপুলিশের মানবিকতায় বোনকে খুঁজে পেয়েছি। তবে সুদূর হাওড়া থেকে ক্যানিংয়ে কিভাবে এলো সেই প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

প্রতিবাদ ও জবাব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আলিপুর বার্তায় গত ৩০শে জুন '৭২ 'প্রধান শিক্ষকের জনবিরোধী কার্য্য' শিরোনামা সংবাদে প্রকাশ নস্কর হাট ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন নস্কর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে নস্কর হাট পুকুরের জল কমিয়ে ফেলে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেন, জনৈক মৎস্য ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। তার প্রতি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, জেলা পরিষদ উক্ত বিষয়টি তদন্তের ভার দেন যাদবপুর–বেহালা বি,ডি,ও মহাশয়কে। বি, ডি, ও মহাশয়, তদন্ত করে এক রিপোর্ট দেন– শ্রীনস্কর, নস্করহাট এফ, পি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তিনি উক্ত পুষ্করিণী থেকে ৪৭৫ টাকা উপার্জ্জন করেন এবং স্কুলের হিসাবের খাতায় তা যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে। সর্বশেষ জানা ঐ পুষ্করিণী অন্য কাউকে সাব্ লীজ দেওয়া হয়নি। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ আলিপুর বার্তার সম্পাদককে জানিয়েছেন অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সুতরাং ভবিষ্যতে এইরূপ সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে অভিযোগের সত্যতা যেন যাচাই করা হয়।

জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তা থেকে এটি পরিষ্কার উক্ত পুষ্পরিণীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মাছের ডিম ফোটানোর জন্য জল সরিয়ে তাতে দুর্গন্ধ যুক্ত আবর্জ্জনা ফেলা হয়। আজও পরীক্ষা করলে তার প্রমাণ মিলবে। পাম্প বসিয়ে জল সরানো হয়েছে কিনা তার সাক্ষ্য স্থানীয় জনসাধারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বি, ডি, ও, মহোদয়ের প্রেরিত ব্যক্তি যেদিন সরেজমিন তদন্তে যান সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে মাষ্টার মশাই এবং তার বশংবদ ব্যক্তিরা ছাড়া ধারে কাছে আর কেউই ছিলেন না ফলে সাক্ষী কেমন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য কারুর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নেই কিন্তু জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে বা অসুবিধা সৃষ্টি হয় এমন কাজকে আমরা কখনই স্বীকার করে নিতে পারি না। তাই বলি ঘটনাটি যদি খুঁটিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন অভিযোগটি ভিত্তিহীন নয়।

৭ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা; ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ : ২রা ডিসেম্বর ১৯৭২

যত অপরাধ বীরভূমে

কয়লাবোঝাই মোটরসাইকেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে তিরিশে নভেম্বর সকালে শংকরপুর থেকে হাজরাপুর যাওয়ার রাস্তায় কয়লাবোঝাই ছয়টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। প্রায় ছত্রিশ কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল ফেলে সম্পদ দেয় পাচারকারীরা। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ।

রুখলো অবৈধ বালিবোঝাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুয়ো ই–চালান ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালি পাচার রুখলো বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। তিরিশে নভেম্বর মহম্মদবাজার এলাকা থেকে চারটি অবৈধভাবে বালিবোঝাই ট্রাক উদ্ধার করলো আধিকারিকরা। আঠাশে নভেম্বর রাতে মহম্মদবাজার থানা এলাকায় তিন, সিউড়ী থানা এলাকায় এক, চন্দ্রপুর থানা এলাকায় তিন মোট সাতটি অবৈধভাবে বালিবোঝাই ট্রাক আটক করলো বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। প্রতিটি ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এইরকম অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন ডিএসপি ডিআইবি স্বপন চক্রবর্তী।

নানুরে উদ্ধার অস্ত্র ভান্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১ ডিসেম্বর দুপুরে খাটের তলা থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ। দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো পাকুরহাঁস গ্রামের সফিক ওরফে মোহাম্মদ শেখ (৩০) এবং সালাম শেখ (৪২)। ধৃতদের কাছ থেকে একটা মাস্কেট,একটা নাইন এমএম অটোমেটিক পিস্তল,দুটো ৭.৬৫ এমএম অটোমেটিক পিস্তল, ৫ রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ, ২ রাউন্ড ৯ এমএম কার্তুজ, ৬ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, ৫ প্যাকেট ছাই রঙের গান পাউডার আনুমানিক ছয় কেজি,তিন প্যাকেট হলুদ রঙের গান পাউডার যা আনুমানিক ৪ কেজি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চিনপাই বারুদ কারখানা জঙ্গল থেকে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল এবং দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ ৩০ নভেম্বর রাতে। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ মিনার। বাড়ী হাজরাপুর গ্রামে। ১ ডিসেমবর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজত হয়।

অন্যদিকে, ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও রেল পুলিশ যৌথ উদ্যোগে বন্দুক সহ কাতুর্জ উদ্ধার করে। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম মুনিরুদ্দিন সেখ (৫৫), বাড়ী বেকগ্রাম। ধৃতের কাছ থেকে একটি ৭.৬৫ মিমি ইম্প্রোভাইজড সেমি অটোমেটিক পিস্তল,দুটি ম্যাগাজিন এবং ৭ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ১ ডিসেমবর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শ্যুট আউট, মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার ব্লকের হাবড়াপাহাড়ী গ্রামে ভাত খেয়ে সাইকেলে চেপে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি একজন প্রাথমিক শিক্ষক ও একজন পাথরখাদান কর্মীকে গুলি করে ৫ ডিসেম্বর রাতে। সাইকেল ও টর্চ ফেলে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলে মারা যায় পাথরখাদান কর্মী ধনু শেখ। বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলার বেলেগ্রামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় শিক্ষক ধনা হাঁসদাকে। ৬ ডিসেম্বর রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় ধনা। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১০ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২

ক্ষোভ বাড়ছে

বাংলায় এই মুহূর্তে রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি চলছে তীব্র অসন্তোষের পালা। এই অসন্তোষের উৎস সন্ধানে গেলে অবশ্যই পথের শেষে রয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির অনিবার্য আস্ফালন। কলকাতা শহরের যে সমস্ত রাস্তায় ক্ষত চিহ্ন প্রায় নেই সেই সমস্ত রাস্তায় হঠাৎই কোদাল আর শাবলের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিচ্ছে। উদ্দেশ্য ভাল রাস্তাকে খারাপ করে আবার খারাপ করার প্রয়াস। এ চিত্র দক্ষিণ কলকাতা ও শহরতলিতে প্রকট। এখানেও মানুষের ক্ষোভ দানা বাধছে। শুধু পথচারি কিংবা যানজট নয় সরকারের এই অবচয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকেই।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে গুলি আর বোমার বাড় বাড়ন্ত রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে বহু মানুষের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। বগটুই থেকে টিটাগড় কিংবা দক্ষিণবঙ্গের নন্দীগ্রাম সবই যেন রাজনৈতিক হিংসার অদৃশ্য সুতলিতে বাধা পড়ে গেছে। এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা নতুন নয়। সাধারণত এই ধরনের হিংসার বলি হন রাজনৈতিক মানুষজন। কিন্তু প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিরীহ মানুষজন বিশেষ করে নাবালক নাবালিকাদের ক্ষেত্রে প্রাণহানির খবর আসছে। এই সব ঘটনা ঘটছে কখন দিনের আলোয়, কখনো বা রাতে। খেলার বল ভেবে যখন শিশুরা তাজা বোমের খেলা করতে গিয়ে আহত বা নিহত হচ্ছে। এ চিত্র এ বঙ্গে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। পুলিশ প্রশাসন এ রাজ্যে অদক্ষ একথা কোনও নিন্দুকেও বলবে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গোটা পুলিশ প্রশাসন মূলত রাজ্যের নানা ভিআইপি নিরাপত্তা, উৎসব অনুষ্ঠানের কাজে ব্যাপিত থাকছে। মানুষের ক্ষোভ এখানেও বাড়ছে।

সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিনই রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের নানা সংবাদ কোথাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপ বাড়াচ্ছে। কোথাও বা রাজপথে পড়ে থাকা জাগ্রত যৌবন হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মানুষের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ নিয়ে রাজনীতির কারবারীরা যতই দোষ এবং প্রশংসার চোরাবালিতে নিজেদের আড়াল করুন না কেন বাস্তব সত্য হলো এ রাজ্যের কিছু মানুষের চক্রান্তের এবং লোভের শিকার হয়েছে হাজার হাজার পরিবার। এমনিতেই সারা দেশের মতো এ বঙ্গেও প্রতিদিন বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এরপর যখন ফলাও করে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ পাচ্ছে, টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া ব্যক্তি প্রতিবাদের পথে না গিয়ে সত্য নির্বাচনের সাহস না দেখিয়ে স্রেফ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তখন মানুষের চিন্তা চেতনায় ঝড় ওঠা খুব স্বাভাবিক।

এ রাজ্যে ব্যাপক ভাবে চাকরি লুটের ঘটনা সারা দেশের সামনে বংলার সম্মানকে অনেকটাই মিশিয়ে দিয়েছে। যে বংলা পথ দেখাত দেশকে আর সেই বাংলাতেই উপাচার্য থেকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কারাবাস হচ্ছে।

সরকারী কর্মচারী মহলে চূড়ান্ত অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। ডিএ নিয়ে একদা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সেই 'ঘেউ ঘেউ' করার আপ্তবাণী মানুষ ভুলে যায়নি। নানা মামলা মোকদ্দমার সরকারি কর্মচারিরা লড়াই করছে দীর্ঘদিন। এই সরকারি কর্মচারী রাজ্য প্রশাসনের চালিকা শক্তি শুধু নয় নির্বাচন কমিশনও যথেচ্ছভাবে তাদের ব্যবহার করে। তারাও দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সমাজবদ্ধ মানুষ। শ্রেণী বিদ্বেষের বীজ সামাজিক ভাবেই ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে ক্ষোভের রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে।

সারা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ বঙ্গের নানা উন্নয়ন মূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নানা নতুন নতুন শব্দবন্ধ। রাস্তা সারানো থেকে শুরু করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পঞ্চায়েতের টিকিট পাওয়া থেকে গোষ্ঠী নেতৃত্বের দাবী সবতেই রয়েছে রাজনৈতিক রেশারেশি, হিংসা, আর দুর্নীতির নিপুণ রসায়ন। ক্ষোভ বাড়ছে কিন্তু উপশম কোথায়?

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

নিতান্ত অজ্ঞান, দুর্বল ও মোহাবিষ্টের ন্যায় রামের এমন আচরণ নেহাই অসঙ্গত। রাম বরং তাঁরর মনোগতি সবিস্তারে প্রকাশ করলে উপস্থিত প্রাজ্ঞজনেরা উপযুক্ত উপদেশে তাঁর মনোবেদনা দূর করতে পারবেন।

ধীর ও মধুর স্বরে রাম বলতে শুরু করলেন– হে ভগবান! বিদ্যাশিক্ষান্তে তীর্থাদি ভ্রমণ, পুণ্যকর্ম সম্পাদন, এবং বিভিন্ন মহাত্মাগণের আশ্রম–তপস্থলি পরিদর্শন করে আমার চিত্ত সংসার বিষয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। এই সংসার কি? কোথরা থেকে, কিভাবে এই সংসার এল? আমি কে? জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? এই সংসার কি প্রকৃতই সুখের? এখানে তো জীব মৃত্যুর উদ্দেশ্যে নিয়ত প্রাণধারণ করে, আবার জন্মগ্রহণ করার জন্য বার বার মরছে। ভোগ্য বিষয় সকল নিতান্ত অস্থির এবং বিপদের মূল। বিষয়সমূহের যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, তা মনের কল্পনা–প্রসূত। কারণ বিষয়গুলি পরস্পর পৃথক ভাবে দেখা যায়। এই জগৎ মনের দ্বারা সৃষ্ট বোধ হয়, আবার মনের কোন অস্তিত্বও নেই। তাই কি কারণে আমরা এই সংসারে মুগ্ধ হই? এই সমস্তই মায়া, তা জেনেও মূঢ়ের মত মিথ্যা বিষয়ে লিপ্ত হচ্ছি। বালুকারাশিতে জলপ্রাপ্তির কল্পনা করে তৃষ্ণার্ত্ত হরির যেমন দৌড়–ক্লান্তিতে মরিচিকাতেই প্রার হারায়, অলীক বিষয়ে সুখের লালসায় আমরাও যেন যন্ত্রণাময় মৃত্যুতে নিপতিত হওয়ার জন্যই ধাবমান। সম্পদ–বিপদ, জন্ম–ব্যাধি–জরা–মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখের উদ্ভব–অনুদ্ভব দেখে আমি অতিশয় দগ্ধ হচ্ছি। স্বজন সকলের মুখ চেয়ে আমি চিৎকার করে কাঁদতে পারি না, কিন্তু অন্তরের নিরব কান্নায় হৃদয় সর্বদা বিদীর্ণ হচ্ছে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

যারা মনের আনন্দে পাখি শিকার করে যায়, তারা যদি এই ছবির মর্মটা বুঝতো একটু... ☺

এক চক্ষু অর্থনীতি খঞ্জ রাজনীতি অন্ধ সংস্কৃতি

নির্মল গোস্বামী

বড় অস্থির সময়। রাজনীতি নীতিহীন। অনৈতিক ভাবে নেতাদের দল বদল, রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে দুর্নীতির সীমাহীন পদচারণা। হায়াহীন শাসকদল। চাকরি চুরি ও বিক্রি। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতায় অধরা ন্যায়। তদন্ত সংস্থার আঠারো মাসে বছর। দেশের–দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা নির্বিকার অনিত্য ভাষণে। আকণ্ঠ দুর্নীতিকে 'ভুল' বলে চালানোর প্রচেষ্টা। জন ধারণাকে বদলে দেবার আপ্রাণ প্রয়াস। এক দলের চোর অন্য দলের সম্পদে রূপান্তরিত হয় মুহূর্তে। একদলের প্রতীকে জিতে অন্যদলে যোগ দেওয়ার নির্লজ্জ কার্যক্রমকে আইনসভার অধ্যক্ষের মান্যতা দেওয়া। জেলায় জেলায় প্রতিদিন মজুত বোমা ফাটছে বোমার কারবারী তো মরছেই বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও। বল ভেবে খেলতে গিয়ে কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। আবার মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মামার মজুত করা বোমায় ভাগ্নের হাত উড়ে যাচ্ছে। বঙ্গবাসী বোধহয় তার মানসিক সুস্থতা হারিয়েছে। তা না হলে দলের মুখপাত্ররা নির্লজ্জ প্রলাপ আলাপন করতে সাহস পেত না। ঘরে ঘরে বোম অনেকে ব্যঙ্গ করে বলছে 'দুয়ারে বোম' আবিষ্কৃত হচ্ছে, কোথাও কোথাও ফাটছে, মৃত্যু হচ্ছে মানুষের– আর নেতারা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে কেন এতো বোমা? সে প্রশ্নের উত্তর কেউ দিচ্ছে না। অনেকে বলছে দুয়ারে পঞ্চায়েত ভোট কড়া নাড়ছে তাই তার আগে পিছে বোমা বন্দুক আসবে– এটা তো বঙ্গ নির্বাচনের অঙ্গ। আর নির্বাচনের পর বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে প্রখ্যাত এক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমের মতো।

আজ রাজ্যে বা দেশে যা কিছু ঘটছে তা অন্তঃসার শূন্য রাজনীতির বাই প্রোডাক্ট মাত্র। আগে আমাদের রাজ্যে তর্জা গান নামে এক লোক সংস্কৃতি ছিল। সেখানে দুজনের মধ্যে গানে গানে লড়াই হতো। তাদের প্রশ্ন উত্তরের বিষয় বস্তু ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় আখ্যান বা ধর্মতত্ত্বকথা। যা শুনে মানুষ নতুন কিছু জানতে পারত। সেই তরজা শিল্প বিলুপ্তির পথে। তার স্থান দখল করেছে রাজনীতি। সত্যিকার রাজনৈতিক তরজায় শ্রোতাদের বা সমর্থকদের কিছু জ্ঞান প্রাপ্তির কথা। কিন্তু নীতিহীন দিশাহীন ক্ষমতা ভোগ দখলই যার একমাত্র লক্ষ্য সেই রাজনীতিতে তত্ত্বও নেই তথ্যও নেই। আছে শুধু এক চোর আর এক চোরের চুরির উল্লেখ করা। এক দুর্নীতিবাজ তার অপরাধকে আড়াল করতে অন্য দলের কারো দুর্নীতির কথা বলা, আমাকে চোর বলা, তুমি কি করছ বাবা? এই রকম ভাব। তোমার যখন ক্ষমতা ছিল তখন তুমি দুর্নীতি করেছ, এখন আমার দুর্নীতির কথা বলতে লজ্জা করে না। তুমি দুর্নীতি করেছ অতীতে, এখন আমিও করে যাবো। তোমরা চুপ করে থাকো। আর নির্বাচনে জিতলেই আর পাপ নেই, দুর্নীতি নেই। সব ধুয়ে মুছে সাফ। তাই নির্বাচনটাই ভাইটাল। বঙ্গে সেই নির্বাচন নামক পারাবার পার হতে জনগণের মর্জির উপর ভরসা করে বসে থাকলে কোন ফাঁক তালে,

কোথা দিয়ে সব ক্ষমতা বেহাত হয়ে যাবে ঠিক নেই। তাই গণ–ভরসা থেকে বোমা বন্দুকে আস্থা রাখাটাই সমীচীন বোধ করে এরা। এই নীতিহীন রাজনীতি সমাজ জীবন তথা ব্যক্তিজীবনকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। সমাজনীতি কবেই উবে গেছে রাজনীতির সর্বগ্রাসী থাবায়। ব্যক্তিমানুষ আজ বড় বেশি স্বাধীন হয়ে পড়েছে। চিন্তা চেতনা, ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায় আজ আর সামাজিক দায়বদ্ধতার কাছে ঋণী নয়। ফলে মন যা চায় তাই করো এই ভবে। ব্যক্তি হিংসা কোন পর্যায়ে গেছে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। প্রেম ভালোবাসা মান অভিমান জনিত খুন হত্যা আগেও ছিল। কিন্তু প্রেমিকার দেহকে ৩৫ টুকরো করে ফ্রিজে রেখে দেওয়ার পরে একটা একটা করে বিভিন্ন স্থানে তা ফেলা– এটা ক্রাইমের একটা নতুন থ্রিলার তৈরি হল। এটা শুধু দিল্লিতে একজনের মনের বিরল কীর্তি বলে অবহেলার বিষয় নয়। সমাজ মনন এমন অপরাধকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য কতটা উদগ্রীব হয়েছিল তা বোঝা গেল পরপর ঘটনায়। উত্তরপ্রদেশে আরাধনাকে তার প্রাক্তন প্রেমিক ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে পাঁচ টুকরো করল। আর এক হতভাগিনী অন্বেষাকে তার বাবা মা ভাই মিলে অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে মেরে ছ টুকরো করে ফেলে দিল। আর আমাদের বাংলায় বারুইপুরে প্রাক্তন নৌসৈনিককে তার পুত্র ও স্ত্রী মিলে মেরে ৫ টুকরো করল। এই যে নিকট ঘনিষ্ঠজনদের দ্বারা খুন এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য যে নৃসংশতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে মনে হচ্ছে আরও ভয়ংকরদিন আসছে সমাজে। প্রেম, ভালোবাসা, মায়ামমতাহীন রোবোটিক মানুষে সমাজ ভরে যাবে ধীরে ধীরে। হয়ত বা আগামী দিনে প্রমাণ লোপাটের জন্য টুকরো টুকরো দেহ না ফেলে নিজেরাই রান্না করে খেয়ে নেবে।

অস্থির রাজনীতি, কলুষ মুক্ত রাজনীতি এবং ছল–কপটাচারী নেতা–যাঁরা সমাজের অভিভাবক তাঁদের কর্মফল ভোগ করতে হয় সমাজকে। অদৃশ্য প্রভাব পড়ে জনগণের উপর। ফলে অসৎ রাজনীতি কলুষিত করে সংস্কৃতিকে আর সংস্কৃতি কলুষিত হলে টান পড়ে মানবিক মূল্যবোধে, নীতি নৈতিকতায়। আর নীতিহীন মানুষ পিশাচ বৎ। সেই পিশাচ মানসিকতার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে।

আবার এই অস্থির রাজনীতির জন্ম হয় ভেঙে পড়া বা টালমাটাল অর্থনীতির গর্ভে। ভারতবর্ষে অর্থনীতির স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। অন্যোপায় হয়ে রাষ্ট্রের সম্পদ বেচে রাজকোষ ভরাতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে বেকারের হার সর্বোচ্চ। মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্কের ঘরে। চাকরির বাজার ক্রম সংকোচনমান। আমাদের রাজ্যের হাল আরও খারাপ। দান খয়রাতিতে শূন্য ভাঁড়ার। দুর্নীতিতে ধামাচাপা দিতে কোটি কোটি টাকা মামলা খরচ। রাজ্যে দু কোটির উপর বেকার যুবক যুবতীরা দিশাহীন। লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর পদ শূন্য। সেখানে নিয়োগ নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যা নিয়োগ হয়েছে তাও অস্বচ্ছ ভাবে। পাঁচ, ছ হাজার বড়োজোর ১০ হাজার টাকার চাকরি দিচ্ছে সরকার। এই বাজারে ওই টাকায় সুখী জীবনগড়ার স্বপ্ন দেখাও যায় না। আগামী প্রজন্মের সামনে কোনও দিশা নেই। শুধুই হতাশা। তাই সকলেই কোন মতে জীবনটা পার করে দেবার ছল চাতুরীতে মগ্ন হয়ে পড়েছে। বেকার সমস্যার সমাধান, মূল্যবৃদ্ধি কমানো, ধনী দরিদ্রের ফারাক কমানোর কোন দিশা নেই কেন্দ্র রাজ্যের বাজেটে। অর্থনীতির উপরি কাঠামো হল রাজনীতি। তাই রাজনীতিও গতিহীন বন্ধ্যা, আবার রাজনীতির স্বার্থেই তার পরিপূরক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সেখানেও চূড়ান্ত বিপরীত মানবিকতার চিত্র ফুটে ওঠে।

ডিগবাজী খাই মনের সুখে

সুকুমার মণ্ডল

না খেলে নাই মনে সুখ । গু–গা–বা–বা সিনেমার সেই গানটা মনে আছে নিশ্চয়ই। বড় খাঁটি কথা, খাওয়ার মত সুখ আর কিছুতেই নেই। কিন্তু জিভে–চাখা ছাড়াও আরও অনেক ভাবে খাওয়া চলে । এখুনি আপনি বলে উঠবেন, হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, জানি। ভয় খাওয়া, চুকলি খাওয়া, ঘোল খাওয়া – এমন সব যুগান্তকারী মাধ্যমের কথা দেখে এসেছি, শুনে এসেছি ।

এ সময়ে আমাদের দেশে যেটা হরবখত দেখছি তা হল ডিগবাজী খাওয়া। দোহাই সার্কাসের খেলা ভেবে বসবেন না। এ হল রাজনীতির ময়দানের সাম্প্রতিকতম কৌশল। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের, অতএব আম–জনতার ভোট কুড়ানোর দায় আছে, নিজের ঝুলিতে ভোট টেনে আনার জন্য প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া আছে । ভোটে জিতে আবির–টাবির মেখে হাত নেড়ে নেড়ে জীপ–পরিক্রমা আছে। সবই সিলেবাস মেনে হচ্ছে এ দেশের রাজ্যে রাজ্যে। কিন্তু সরকার গড়ার সময়ে কিংবা কিছু পরে যখন পরিস্থিতি একটু থিতিয়ে আসে তখন শুরু আর এক খেলা।

সরকার গড়ার আগে যদি দেখা যায় সংখ্যা–গরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ নয়, আরও গোটা কতক সিট পেলেই সরকার গড়ার স্বপ্ন সফল হয়, তখন শুরু হয় অন্য দলের বিজয়ী প্রার্থীদের লোভ দেখানোর খেলা। বিপুল টাকায় রাতারাতি বিক্রী হয়ে যাচ্ছেন বিজিত প্রার্থীরা । ভেবে দেখুন, যে প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সময়ে দেশের দায়ীত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনি ভেবে ছিলেন, দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পবিত্র কাজটি আপনি সেরে এলেন, আপনার ভোটে জেতা

নেতা এবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, কিন্তু কিছু দিন বাদেই জানতে পারলেন, উনি এই দল ছেড়ে অন্য দলের ছত্রছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন! অর্থাৎ আপনাদের বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে উনি বিধায়ক কিংবা সাংসদ পদ পেয়ে গেলেন, আর তারপর ভোটারদের টা টা করে ভোকাট্টা ঘুড়ি–র মত সোঁ করে অন্যের হাতে ধরা দিলেন। আপনি ফ্যালফ্যাল করে টিভি–তে দেখলেন সেই নেতা আবির–মেখে, ফুলের মালা, উত্তরীয় গলায় দুলিয়ে কেমন কেতাখ কেতাখ মুখে অন্য দলের পতাকা তুলে ধরছেন । এ কী কাণ্ড, দল ছাড়লেন কেন । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলবেন, ও দলে কাজ করা যায় না, স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, দুর্নীতির দুর্গন্ধে টেঁকা যাচ্ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ... আর যে কথাটা খবর–ওয়ালাদের বলা যায় না, তা হল ওখানে সুবিধে করার কোনও সুযোগ নেই, আগে থেকেই রাঘব–বোয়ালেরা বাছা বাছা জায়গা দখল করে বসে আছে, কিংবা অমুক নেতার সঙ্গে কাজ করা যায় না, চাকর–বাকরের মত ব্যবহার করে, ওখানে থাকলে আগামী পাঁচ বছর আমাকে বুড়ো আঙুল চুষতে হবে, কপালে কাঁচকলা ছাড়া কিসস্যু জুটবে না! গুছিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত যদি নাই হল তাহলে রাজনীতির করতে আসবো কেন, বাপু !

মুশকিলটা হল এই যে দলের নীতি–তে তিতিবিরক্ত হয়ে কেউ আর আজকাল দল পাল্টায় না, পাল্টায় কিছু বাড়তি সুবিধার হাতছানি কিংবা কোনও অতীত অপরাধের উপর প্রশাসনের শোনচক্ষু থেকে রক্ষা পাওয়ার তাগিদে । এসব অজুহাত ছাড়াও আর যে কারণ আজকাল প্রায়ই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে তা হল বিপুল অর্থ উৎকোচের বিনিময়ে নিজের জেতা আসনটিকে বেচে দেওয়া। একদা এমন পন্থাকে কলঙ্ক–জনক বলে ছি–ছিক্কার দেওয়া হত। কিন্তু এখন আর কারোর কোনও হেলদোল হয় না, খুব স্বাভাবিক ঘটনা। গণতন্ত্রের জনমত যাচাই–এর প্রক্রিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিজিত প্রার্থী রীতিমতো বুক ফুলিয়ে কিংবা কড়া প্রহরার ঘেরাটোপে অন্য নেতার আঁচলে আশ্রয় খোঁজেন। যে প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আপনি গলা ফাটালেন, মিটিং মিছিলে হাঁটলেন, ভোট মিটে যাওয়ার পর দেখলেন আপনার নেতা অন্য কারোও হয়ে গিয়েছে। হতাশায় আপনি তখন মুখ লুকোনোর জায়গা খুঁজছেন। কিন্তু সেই সব নেতারা বুক ফুলিয়ে তাঁর আগের দলের অজানা গুণের (?) ফিরিস্তি পঞ্চমুখে বলে বেড়াচ্ছেন। ওই দাম্পত্য–সম্পর্ক চুকিয়ে প্রাক্তন স্বামীর যাবতীয় দোষত্রুটির লিস্টি করার মতন অনেকটা। ডিগবাজী–র আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখবেন, যাঁরা দল বদল করছেন, তাঁরা কিন্তু আদর্শের ধার ধারেন না, যে দলে যাচ্ছেন, তারা কতটা শাঁসালো সেটাই দেখে সিদ্ধান্ত নেন । স্রেফ নীতির জন্য কেউ আর দল পাল্টায় না, কেউ আদর্শের জন্য আরএসপি, কিংবা এসইউসিআই–তে যোগ দিচ্ছেন– এমনটা আজ আর দেখা যায় না। ওখানে গেলে হয়তো আদর্শের ছিটেফোঁটা ছোঁয়া মিলবে, কিন্তু তাতে করে তো আর চিঁড়ে ভিজবে না । একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, রাজনীতি করতে এসে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিংবা ক্ষমতার ব্যাটনের দখল যদি না পাওয়া যায় তাহলে কেউ আর এ মুখো হতেন না । আদর্শ, দেশ–সেবার ছেঁদো কথায় এঁরা ভোলেন না। অর্থ–হীন রাজনীতি এখন অর্থহীন! এর পরেও ভোটের দিন সকাল সকাল আপনি ভোটকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়াবেন, আঙুলে কালি–মেখে দিগ্বিজয় করে আসবেন, কিন্তু দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করবেন, আপনার প্রার্থীটি শেষমেষ দলে থাকবে তো !

দেশ দেশান্তরে

নয়া দমন ভাইরাস

প্রণব গুহ

জনরোষ চিরকালই না পসন্দ শাসকের। একমাত্র রাম রাজত্ব ছাড়া পৃথিবীতে এমন শাসক পাওয়া দুষ্কর যিনি জনরোষ, জনবিক্ষোভ পছন্দ করেন। ইতিহাসে এমন নজির নেই বললেই চলে। শাসকের হাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত লাঠি, বন্দুক, গুলি আর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী থাকে, তাই জনরোষের বিরুদ্ধে সে সব প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না শাসক। এই ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বা সমাজতন্ত্রে কোনো তফা নেই। শাসক ভাবে সুচারু রূপে দমন নীতি প্রয়োগ না করতে পারলে তা প্রশাসনিক দুর্বলতা বলে চিহ্নিত হয়। কারণ শাসকের কাছে জনরোষ বা জনবিক্ষোভের কোনো যুক্তি থাকে না। যতই বোঝাও না কেন তাদের নীতিই যে বিক্ষোভের উসৎ সেটা কিছুতেই তারা মানতে চায় না। মুখে জনগণের জন্য ব্যাকুল হলেও ইতিহাসের শিক্ষা তাদের কাছে চিরকালই ব্রাত্য। ফলে শাসক জনগন দূরত্ব কোনোদিন কমে না। আর তাই শ্রীরামের পর কোনো রাজত্বই প্রজাবৎসল রূপে মডেল হয়ে উঠতে পারে নি।

কয়েকদিন আগে আমরা চিনের অবস্থা দেখেছি। কোভিড বিধির নামে কিভাবে মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল তারা। আবার সেটাই যখন বিক্ষোভের উসৎ হয়ে উঠল তাকে দমন করতে রে রে করে লাঠি সোটা নিয়ে নেমে পড়লো চিনের বাম সরকার। যদিও বিক্ষোভের জেরে কোভিড বিধির নামে কড়াকড়ি প্রত্যাহার করে শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে শি জিন পিং সরকার। এভাবে প্রতিদিন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও চলছে জনরোষের বিরুদ্ধে শাসকের দমন পীড়ন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোথাও কোনোদিন শাসক শেষ কথা বলে নি।

ইরানেও তার ব্যতিক্রম হল না। হিজাবের বিরুদ্ধে ইরানিদের বিক্ষোভ ঠেকাতে চলছে দমন নীতি। বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে ইরান সরকার সাময়িক পিছু হটেছে বটে তবে মানসিকতার পরিবর্তন করে নি। তাই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে পথে মানতে তৈরী হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু তার আগে একটা অভূতপূর্ব অভিযোগ সামনে এল ইরানি শাসকের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এক সাথে খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে ইরানের জাতীয় ছাত্র সংগঠনের তরফে এই দাবি করা হয়েছে। তাদের দাবি সব পড়ুয়া যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তখন সব জায়গায় কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এমনকি বমি পেটখারাপের ওষুধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিলো না কাছাকাছি। অভিযোগ যদি সত্যি হয় তা হলে বলতেই হবে দমন পীড়নে এ এক নতুন ভাইরাসের আমদানি করল ইরান। নিশ্চিত ভাবে এই ভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শাসকের কাছে পৌঁছে যেতে সময় লাগবে না। মনে আছে এর আগে বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করতে জলকামানে রং মেশানো হয়েছিল। নতুন প্রযুক্তির সোশ্যাল মাধ্যমে ক্ষোভ বিক্ষোভ যেমন অন্য মাত্রা যোগ করছে তেমনি শাসকও দমন পীড়নে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে শাসককুল।

প্রশ্ন জাগে তবে কি এভাবেই শাসকের কাছে বার বার হেনস্থা হতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে? এভাবেই দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করে যেতে হবে মানুষকে? শাসক কি বুঝবে না মানুষের আশা, নিরাশা? সত্যি কথা বলতে কি রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বলে শাসনের নানা ফর্মুলা এলেও শাসকের চরিত্র একই থেকে গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তা পাল্টাবার আশা কম। কারণ প্রত্যেক শাসনের পিছনে রয়েছে লোভ আর ক্ষমতার দম্ভ।

পাঠকের কলমে

ছাত্র দৌরাত্মে অতিষ্ঠ

হাওড়া ময়দানের জয় নারয়ন সাঁতরা লেনে অক্ষয় শিক্ষা নিকেতনের ঠিক পিছনে মেরিয়াজ ডে স্কুল। এক সময় প্রথম সারির উচ্চমাধ্যমিক কো এডুকেশন স্কুল হিসাবে সুনাম ছিল স্কুলটির। বর্তমানে শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের দুর্বলতায় এখানকার ছাত্রদের দৈনিক উৎপাতে আশপাশের বাসিন্দারা অতিষ্ট। কয়েক দিন আগে ১১ জন ছাত্র স্কুলের বাইরে চরম অশান্তি সৃষ্টি করে। প্রতিবেশিরা প্রতিবাদ করে। স্কুলের হেডমাস্টার স্কুলের বাইরে ছাত্রদৌরাত্মের দায় নিতে নারাজ। চারিদিকে বসত এলাকার মধ্যে থাকা এই স্কুলের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেলেল্লাপনায় স্থানীয় বাসিন্দারা হতাশ। এতবার প্রতিবাদ করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন কারোরই কোনো হেলদোল নেই। এই অবস্থায় যে কোনও দিন সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উঠলে আইন শৃঙ্খলার অবনতির সম্ভাবনা প্রবল। এ ব্যাপারে এখনই প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

হারাধন দলুই,হাওড়া

এ বছর কি যুব উৎসব হবে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর প্রতিবছর ছাত্র যুবদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য যুব উৎসবের ব্যবস্থা করে রাজ্য জুড়ে। প্রথমে ব্লক, তারপর জেলা এবং শেষে রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতা হয়। গত দু বছর কোভিডের কারণে যুব উৎসব হয়নি। এবছরে সবাই আশা করে আছে নিশ্চয় খুব উৎসাহের সঙ্গে ছাত্র যুব উৎসব হবে। কিন্তু ডিসেম্বরের অর্ধেক হতে চললো কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি এবছর রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যুব উৎসব স্থগিত হয়ে যাবে? সরকার মেলা, খেলায়, শহরের দুর্গাপুজোয় টাকা বিলোলেও গ্রাম গঞ্জে যুবক যুবতীদের জন্য বাৎসরিক যুব উৎসবে টাকা জোগাতে পারল না। এতে আমরা যেমন হতাশ হয়ে পড়েছি তেমনই সারা বছর ধরে অপেক্ষায় থাকা গ্রামের শিল্পীরা যেভাবে বঞ্চিত হলো তাতে তারাও মর্মাহত। এরপর আর কোনওদিন যুব উৎসব পালিত হবে কিনা তা কেউ জানে না। পাশাপাশি সরকারের আর্থিক অবস্থারও উন্নতির কোনও আশা নেই। ফলে বেহিসেবী টাকা খরচের বলি হতে হল গ্রাম গঞ্জের যুব শক্তিকে।

সোনিয়া মুখার্জী
বাটানগর দঃ ২৪ পরগনা।

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

জায়গা নিয়ে ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জায়গা নিয়ে ঝামেলা। আর তার জেরে শুরু হয় বচসা। বচসা চলাকালীন ধারাল অস্ত্র দিয়ে বড় দাদার হাতের আঙুল কেটে দিল ছোট ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকায়। এই ঘটনায় কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি দীপক কুণ্ডু নামের এক ব্যক্তি। নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকার বাসিন্দা দিপক কুণ্ডু এবং তার ছোট ভাই অশোক কুণ্ডুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের জায়গা জমি সংক্রান্ত ঝামেলা চলছিল। সোমবার সেই ঝামেলা চরম আকার নেয়। দুই ভাইয়ের কথা কাটাকাটি চলাকালীন দীপক কুণ্ডুর ওপরে হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় তার ছোট ভাই অশোক। পরিবারের লোকজনের পাশাপাশি প্রতিবেশীরা ছাড়াতে এলে অশোক ধারালো অস্ত্র উচিয়ে সকলকে ভয় দেখাতে শুরু করে। অভিযুক্ত অশোকের কাছে ধারালো অস্ত্র থাকার কারণে সাহস নিয়ে কেউ সামনে এগোতে পারেনি। তুমুল বচসার পাশাপাশি দুই ভাইয়ের মধ্যে চলে মারপিট। মারপিট চলাকালীন বছর ৪৬ এর অশোক কুন্ডু তার বড় ভাই বছর আটচল্লিশের দীপক কুন্ডুর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে। অস্ত্রের আঘাতে হাতের একটি আঙ্গুল কেটে যায়। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থল থেকে থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত অশোক। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দীপককে উদ্ধার করে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দীপক কে স্থানান্তরিত করা হয় কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। এই ঘটনায় নামখানা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি অশোক কুণ্ডুর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে নামখানা থানার পুলিশ।

দৈত্যাকার যন্ত্র নয়, আমনে এবার কাস্তেই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর কয়েক আগের চেনা ছবিটা এবারে ফের দেখা গেল আমন ধানের জমিতে।বেশ কয়েক বছর যাব ফসল ওঠার সময় আমনের জমিতে যেসব দৈত্যাকার ফসল কাটার যন্ত্র সকাল-সন্ধ্যা দাপিয়ে বেড়াত এবারে সেসবের কার্যত দেখা মিলল না। মাঠের পর মাঠ শত শত বিঘা জমির আমন ধান কৃষিমজুররা হাতেই কেটে গোলায় তুলে দিচ্ছেন। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েই এমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে মূলত, গবাদি পশুর অন্যতম প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহৃত খড়ের জন্যই এবারে আমন ধান কেটে ঘরে তুলতে যন্ত্রকে বিদায় জানিয়েছেন চাষিরা। একইসাথে এভাবে যন্ত্রকে ঠেলে সরিয়ে রাখায় বিগত বছরগুলির তুলনায় কৃষিমজুরদের উপার্জনও এবারে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, গ্রামবাংলায় নবান্ন উৎসবের মরশুমে চাষি থেকে শুরু করে কৃষিমজুর সকলেই বেশ খুশি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরু-মোষ প্রভৃতি গবাদি পশুর প্রধান খাদ্যের জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ খড় প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গ্রামবাংলায় অনেক জায়গায় বাড়ি ঘরের ছাউনির জন্যও খড়ের প্রচলন আজও রয়েছে। এই খড়ের যোগানই আসে ধানগাছ থেকে। অর্থাৎ, ফসল কেটে ধান ঝেড়ে গোলায় তোলার পর শুকনো কাণ্ডের গোছা গোছা অংশ যা পড়ে থাকে তাই খড় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদি ধানগোছের গোড়া পেঁচিয়ে কাস্তে দিয়ে ফসল কাটা হয় তাহলে যথোপযুক্ত মাপের খড় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু, জমিতে দৈত্যাকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নামিয়ে ফসল কাটলে চাহিদামতো খড় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে ফসলের কাণ্ডের প্রায় মাঝ বরাবরই কাটা পড়ায় খড় অবশিষ্ট থাকে না এবং জমিতে এই অবশিষ্টাংশের কারণে পরবর্তী ফসল চাষেও একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। তবুও বিগত কয়েক বছর ধরে অসংখ্য চাষি দ্রুত ফসল কেটে ঘরে তোলার তাগিদেই ধানের জমিতে যথেচ্ছভাবে এধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার করে আসছিলেন। চাষিরা বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট টাকায় ফসল কাটার যন্ত্র ভাড়া নেন এবং একধরনের কারবারিরা এই যন্ত্র ভাড়া দিয়ে মরশুমে মোটা টাকা উপার্জন করেন। খুব অল্পসংখ্যক কিংবা প্রান্তিক চাষিরা এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ভাড়া নেন না, তাঁরা হাতেই ফসল কেটে ধান এবং খড় খামারে তোলেন। সেই খড়ই পরবর্তীতে চড়া দামে গৃহস্থবাড়িতে বিক্রি হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে গ্রামবাংলায় এই খড়ের যোগানে টান সহ চড়া দামের কারণে অনেকেই গোরু-মোষ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এতদিনের সেই বিরূপ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে আমন চাষিরা ফের কাস্তে হাতেই ফসল কাটার পথে হাঁটা শুরু করেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কালনা, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, ভাতার, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, আউশগ্রাম, মেমারী, জামালপুর সহ প্রায় সর্বত্র এবারেও যথেষ্ট পরিমাণ জমিতে আমনের চাষ করা হয়েছিল। তবে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব ও দফায় দফায় আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সহ ভাইরাসঘটিত রোগ এবং কীটপোকার আক্রমণে বিভিন্ন জায়গায় আমনের ফলন আশানুরূপ হয়নি। জেলার বিভিন্ন অংশের আমন জমিতে যেখানে যথাসময়ে চারা রোপণ সহ যথাযথ পরিচর্যা করা সম্ভব হয়েছে সেখান থেকে চাষিরা ফসল কেটে প্রায় ঘরে তুলে ফেলেছেন। কিন্তু, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, ভাতার সহ বিস্তীর্ণ অংশে দেরিতে চাষ শুরু সহ একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাওয়া চাষিরা এখনও জমি থেকে ধান কাটার কাজ সম্পূর্ণ করতেই পারেননি। এক্ষেত্রে ফসল কেটে ঘরে তুলতে আরও সপ্তাহ খানেক সময় লাগতে পারে। তবে, এপর্যন্ত মাঠ থেকে পাইকারী দরে যে খড় বিক্রি হচ্ছে তা প্রতি কাহন (১৬ পণ অর্থাৎ ১২৮০ আঁটি) ৯৫০-১১০০ টাকা বলে জানা গিয়েছে। গ্রামবাংলার অসংখ্য চাষির খামারে এবার খড়ের বিশালাকার পালুই তৈরির সেই পুরনো দৃশ্য চোখে পড়ছে। এই খড়ই এবার চাষিদের কাছে সম্পদ। খড় নিজেদের গবাদি পশুর খাবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রির মাধ্যমে চাষের কিছুটা খরচও উঠে আসবে বলে অনেকেই জানিয়েছেন।

বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ডিসেম্বর বিশ্ব এডস দিবস। আর সেই উপলক্ষেই ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এই বিশেষ দিনটাতে একটি ভ্রাম্যমান গাড়িরও উদ্বোধন করেন যে গাড়িটি ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন এলাকায় এডস নিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার করবে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ঐতিহ্যবাহী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ নভেম্বর দঃ শহরতলীর বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তের নিজস্ব ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী একটি কর্মসূচি হল। এই কর্মসূচি ২৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনার পাশাপাশি পাঁচশ দুঃস্থ বাসিন্দাকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, মমতা ব্যানার্জীর আদর্শকে সামনে রেখে সারা বছরই আমরা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান, পূজালী পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান ফজলুল হক প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বীমা কর্মচারী সমিতির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত পুরসভার বিদ্যাসাগর অনুষ্ঠান হলে কলকাতা সাবারবান ডিভিশন বীমা কর্মচারী সমিতি (কে এস ডি আই ই এ)-র ২৬তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল পাল। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সমর ভট্টাচার্য ও যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর রায়।

উজ্জ্বল বাবু বলেন, দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর বাদে কলকাতার বুকে অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এম্পয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের (এআইআইইএ)-এর সবভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৮ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৩।

সাবাস দিল্লি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল সরকারে আসার পর এই কালচার বদলাবার কথা ছিল। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য তা হয়নি। জ্যোতি বাবুদের রাজনীতির লাবরেটারিতে একই টেস্ট টিউব, বার্নার, রাসায়নিক নিয়ে কাজ করে চলেছেন তৃণমূলীরা। তবে হ্যাঁ রাজ্যকে কি করে আরও পিছনে ঠেলে দেওয়া যায় তার ফর্মুলা বার করে ফেলেছেন বাংলার বর্তমান শাসক দলের নেতারা। অবশ্য বিরোধী নেতারাও পিছিয়ে নেই। রাজ্যের বিরুদ্ধে তারাও রাসায়নিক জুগিয়ে চলেছেন। দুয়ে মিলে বাংলার কপালে একেবারে রাজযোটক। চিন্তা নেই এরা মিলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধ্বংসলীলায় মাততে তৈরী হচ্ছে। বঙ্গবাসী সচেতন না হলে কিছুতেই আমরা দিল্লি, গুজরাট, হিমাচল হতে পারবো না।

লুকোচুরি খেলতে খেলতে বিহার থেকে বাংলায় ছোট্ট খুদে, বাড়ি ফিরলো দুবছর পর

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যাম রেডিও ওয়েষ্টবেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সহায়তায় দীর্ঘ প্রায় দুবছর পর বাড়িতে ফিরলো ছোট্ট খুঁদে করিণা হরিজন(৭)। হারানো মেয়েকে কাছে পেয়ে খুশি তার বাবা মা পরিবারের অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে বিহার রাজ্যের কটিহারের বকিয়া সুখই এর বকিয়া দিয়ারার বাসিন্দা মন্টু হরিজন। তার স্ত্রী রীণা দেবী ও দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার। ঝুড়ি তৈরী করেন। সেই ঝুড়ি বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করতেন হরিজন পরিবার।

২০২০ সালের আগষ্টে পরিবার সহ ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার তালঝারি এলাকার স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশনে ঝুড়ি বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় করিনা ও তার দুই ভাই স্টেশন চত্বরে খেলছিলো। এমনকি ট্রেনের মধ্যে উঠে লুকোচুরি খেলছিলো। দাঁড়িয়ে থাকা একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে লুকোচুরি খেলছিল ভাইবোনেরা। হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দেয়। বাবা মায়ের অগোচরেই মেয়েটি চলে আসে কলকাতার রেল স্টেশনে। বিস্তর খোঁজাখুজি করে মেয়েকে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন হরিজন পরিবার।

অন্যদিকে ছোট্ট করিনা হরিজন কলকাতার চিৎপুরের জনবহুল রেল ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে চলেছে। কর্তব্যরত পলিশের নজরে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। সঠিক কোন তথ্য না পেয়ে ওই শিশুকে তুলে দেওয়া হয় চাইল্ড লাইনের কাছে। সিডব্লিউসি মারফত চাইল্ড লাইন এ শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। শিশুটির পরিবারের হদিশ পেতে বিভিন্ন জেলায় চিঠি যায় জেলাশাসকদের কাছে। কোন হদিস না পেয়ে করিনাকে পার্ক সার্কাসের সিন্নি অর্গানাইজেশনে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে মাত্র তিন মাস থাকে। তার কান্নাকাটিতে জেরবার হয় সিন্নি অর্গানাইজেশন। এরপর সেখান থেকে ওই শিশু কে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে রাখার জন্য বেহালার ক্রিস্টি কা চাইল্ড প্রটেকশন হোমে রাখা হয়। সেখান তাকে বেহালার বাণী নিকেতন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। হিন্দি ভাষী মেয়েটি বাংলা স্কুলে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় নব্বই শতাংশ নম্বর পেয়েছে। যা দেখে অভিভূত হয় ওই হোম এর কর্তৃপক্ষ। হোম কর্তৃপক্ষ ঘটনার কথা হ্যাম রেডিও ওয়েষ্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব কে জানায়। হ্যাম রেডিও খোঁজ খবর শুরু করে। একসময় ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার তালঝারিতে পাওয়া যায় ওই শিশু বাবা-মাকে। তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুবছর আগে হারিয়ে যাওয়া করিনা কে তার বাবা মন্টু হরিজন ও মা রীণা দেবীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। করিনা আবারও বাংলা ফিরে আসতে চায় তেমনটা জানিয়েছে স্কুলের দিদিমনিদের। করিনা চলে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বাণী নিকেতন প্রাইমারি স্কুলের অন্যান্যরা।

অন্যদিকে হারানো মেয়েকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব এর সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস।

তিনি বলেন ঘটনার কথা জানার পর আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিলো। ভেবে ছিলাম প্রচুর মানুষকে তাদের পরিবারের হাতে যখন তুলে দিতে পেরেছি, তখন করিনা নামে ওই ফুটফুটে শিশুকে যেভাবে হোক তার পরিবারের হাতে তুলে দিতেই হবে। তারপর আমরা আমাদের ক্লাবের মাধ্যমে খোঁজখবর করতেই পেয়ে যাই তার পরিবারকে। বৃহস্পতিবার করিনাকে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যতক্ষণ না মকরসংক্রান্তির দিন কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন গঙ্গাসাগরে তাদের পুণ্যস্নান সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের এই তীর্থ পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ হবেনা তাদের মতে গোমুখ-গঙ্গোত্রী-হরিদ্বার পরিভ্রমণ হলেও, গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নানের মাহাত্ম্যই আলাদা। ওই জন্যই সারা দেশের আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক সাধু ঋষিরা বলেন, 'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার'। মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণে গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য আজও অটুট। দিলীপ পাণ্ডে আরও বলেন, গৃহস্থ জীবন যাপনের পর কৃষ্ণের নির্দেশে আত্মাকে ও পরমাত্মাকে জানার জন্য তাদের এই যে তীর্থ পরিভ্রমণ, তাদের নতুন করে দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। বিভিন্ন তীর্থস্থান ও শক্তিপীঠে গিয়ে সেখানকার সাধু সন্ত এবং আশ্রমিকদের যে ব্যবহার তারা পেয়েছেন, তাতে তারা মুগ্ধ এবং তৃপ্ত। দিলীপ পাণ্ডে এবং তাঁর সঙ্গী বিজয়শঙ্কর দুবে জানালেন, গঙ্গাসাগরে আবার এই প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা করবেন এবং গঙ্গাসাগরের অভিজ্ঞতা জানাবেন।

উপেক্ষার শিকার মিড ডে মিল কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা বলেন, 'এই প্রকল্পে আমাদের রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৮ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করেন। বাজার করা, রান্না করা, বাসন মাজা সহ সমস্ত কাজই তাদের করতে হয়। এই সমস্ত কর্মীদের সকলেই দুর্বল অর্থনৈতিক পরিবার থেকে আসা। এই সব মহিলারা বছরের পর বছর নিজেদের পরিবারকে বঞ্চিত রেখে মিড ডে মিল প্রকল্পকে সচল রেখেছেন।' সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সনাতন দাস বলেন, 'মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়ে সরকারের ভাবার সময় হয়েছে।'

সম্প্রতি এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধিদল মিড ডে মিল কর্মীদের ৭ দফা দাবি নিয়ে প্রজেক্ট ডিরেক্টর টি কে অধিকারীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান ও আলোচনা করেন। আলোচনায় অশোক দাস বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকারা মিড ডে মিল কর্মীদের মত রান্নার কাজ করে মাসে বেতন পান ৬৩০০ টাকা এবং তা পান বছরে ১২ মাস। তাহলে মিড ডে মিল কর্মীদের কেন এই রাজ্যে মাসে ১৫০০ টাকা এবং বছরে ১০ মাস দেওয়া হবে?' তিনি আরও বলেন, 'মিড ডে মিল কর্মীরা যে রান্না করেন, সেই খাবারে খাওয়ার কোনও আইনসঙ্গত অধিকার তাদের নেই।' জানা গিয়েছে, প্রজেক্ট ডিরেক্টর এই দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করে বলেন, 'সমস্ত বিষয়গুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।' তবে এই দাবিগুলি পূরণ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বলে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বাংলা কি বারুদের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সূত্রের খবর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সংঘর্ষের চেয়ে, শাসক দলের আত্মঘাতি সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশি থাকছে। ক্যানিং পশ্চিমের শাসক দলের বিধায়ক পরেশ রাম দাস নিজেই তো প্রাণহানির আশঙ্কা করছে, এসপির কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে টিকিট পাবে কে পাবে না, এই বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের মধ্যে জোর দড়ি টানাটানি শুরু হলেও এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসবে। ততই সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়বে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন দিন দিন যে ভাবে রাজ্য জুড়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে, তাতে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই বাংলা কি বারুদের স্তূপ হয়ে উঠবে?

গত ৩ ডিসেম্বর কাঁথিতে অভিষেক ব্যানার্জীর সভার আগেই গভীর রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়। সূত্রের খবর এই নেতার বাড়িতে নাকি বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। এখানেও প্রশ্ন উঠছে কি কারণে বোমা বাঁধা হচ্ছিল? কেনই বা পুলিশের কাছে আগাম কোনো খবর ছিল না? রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই ঘটনার তদন্তের জন্য এনআইএর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সম্প্রতি টিটাগড়ের এক ছাত্র জঞ্জালে পড়ে থাকা বোমার আঘাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। এছাড়া ভাঙড়ে এক তৃণমূল নেতার গ্রামের বাড়িতে এলোপাথাড়ি গুলি বোমা ছোঁড়া হয়। এই ঘটনাতেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

গত মার্চ মাসে বীরভূমের বগটুই গ্রামে গণহত্যার পর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, রাজ্যের যেখানে যত বেআইনি অস্ত্র, বোমা, গুলি রয়েছে সাত দিনের মধ্যে সব বাজেয়াপ্ত করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও সেই নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করতে পুলিশ কার্যত ব্যর্থ। প্রতিদিনই রাজ্যের কোনো না কোনও প্রান্ত থেকে অস্ত্রের ঝনঝনানি ও গোলা বারুদেরবিকট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রের খবর, নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যের ২৪২টি বেআইনি অস্ত্র, ৫৭৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। আবার নতুন করে নবান্ন থেকে থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে দ্রুত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করা যায়। এখন দেখার পঞ্চায়েত ভোটের আগে কতটা পরিষ্কার হয় বারুদের স্তূপ।

দলবদলের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত করিধ্যা অঞ্চলের কানাইপুরে আকাশ খানের নেতৃত্বে পঞ্চাশটি সংখ্যালঘু পরিবার তৃনমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো ১ ডিসেমবর। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বিজেপি বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। সেই পঞ্চাশটি সংখ্যালঘু পরিবার আকাশ খানের নেতৃত্বে আবার তৃনমূলে ফিরলো ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। বিজেপি ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দাবি তৃনমূলে ফেরাদের।

আপের পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি মৌমাছি কালীমন্দির এলাকায় আম আদমি পার্টির উদ্যোগে পথসভা এবং লিফলেট বিতরণ করা হয় ৪ ডিসেম্বর সকালে। পথচলতি মানুষজনের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া হয়। আম আদমি পার্টির বীরভূম জেলা অধ্যক্ষ বিশ্বদীপ মৈত্র বলেন, সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তারা আমাদের কাছে এসে এই পার্টি সমন্ধে জানতে চাইছে। আমাদের যেখানে সংগঠন মজবুত সেখানে আগামী নির্বাচনে আমরা প্রার্থী দেবো। মেম্বার বাড়ানোর বিষয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে নজর দেবো। মানুষ পরিবর্তন চাইছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

তোলাবাজি, ক্লোজ পুলিশ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ নং রাজা সড়কে ইলামবাজার চেকপোস্টে বিভিন্ন গাড়ি থেকে টাকা তোলে পুলিশ, অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পাড়ুইয়ের বাসিন্দা ডাম্পার চালক শেখ ইসমাইল এবং খালাসি শেখ নুরু টাকা না দেওয়ায় তাঁদের মারধর করা হয় ৪ ডিসেম্বর রাতে। চোখে আঘাত পেয়ে খালাসি নুরু কলকাতা এসএসকেএমম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের শাস্তির দাবিতে ৫ ডিসেম্বর সকালে সিউড়ী – বোলপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় পাড়ুইয়ের বাসিন্দারা। অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক বিশ্বজিৎ মালকে ক্লোজ করা হয়েছে। লরি চালকদের অভিযোগ মল্লারপুর জাতীয় সড়কে টাকা না দিলে মারধর করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। ৬ ডিসেম্বর সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় মানুষজনের চাপে পড়ে টাকা ফেরত দেয় ওই অভিযুক্ত। মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও।

কৃতিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দি রাইফেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটির পক্ষ থেকে এইবছর অর্থা ২০২২ এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে আইআইটি পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সংবর্ধনা জানাতে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি অডিটরিয়ামে মেধা সম্মাননা উৎসব আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাইফেল ফ্যাক্টরি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর প্রফেসর এন বেরা বেরেরা ও বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাইবের ফ্যাক্টরি ওমেন সোশ্যাল ওয়ার্ক সভাপতি মিসেস সুস্মিতা বেরেড়া এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাইরেক্টার মনিশ পান্ডে ও অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান সুব্রত সুতার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি কর্মরত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

তাতে কিছু ভুল থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। সত্যিই যদি কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকে তবে তার নাম অবশ্যই আবাস যোজনার আওতায় আনা হবে বলে তিনি দাবি করেন।

একই অভিযোগে গ্রামবাসীরা ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মালদার মানিকচকে। কোলাপসিবল গেটে তালা মেরে কোনওরকমে বাঁচতে হয়েছে ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের। হাওড়ার উলুবেড়িয়াতেও উঠে এসেছে এক ছবি। সেখানে প্রকৃত যাদের বাড়ি নেই তালিকায় তাদের নাম না থাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ভাঙড়ে বিডিও নিজে তালিকা যাচাই করতে গিয়ে দেখেন প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক প্রধানের নামও রয়েছে উপভোক্তার তালিকায়। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ আবাস যোজনা নিয়ে একই ঘটনার খবর আসছে আমাদের দফতরে। কিভাবে একে সামাল দেওয়া যায়, কি ভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ নেতা ও সরকারী কর্মীদের হাত থেকে এই তালিকাকে রক্ষা করা যায় তার উপায় খুঁজতে জেরবার সরকার।

মহানগরে

পোষ্যের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে অনলাইনে আপনার পোষ্যের রেজিস্ট্রেশন করানো যাবে। কলকাতা পুরসংস্থা ২ ডিসেম্বর থেকে পোষ্যদের অনলাইন আবেদনপত্র পরিষেবা চালু করেছে। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম টিভির পর্দায় ডগ রেজিস্ট্রেশন অ্যাপলিকেশন ফর্ম' প্রদর্শন করে বলেন,

বাড়ির পোষ্যদের নিবন্ধীকরণ এখন থেকে অনলাইনেই হবে। কলকাতা পুরসংস্থার ওয়েবসাইটে (https://www.kmc-gov.in/) আবেদনপত্র পূরণ করা যাবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুর এলাকার বহু বাড়ি ও আবাসনে পোষ্য কুকুর রয়েছে। ভারত সরকারের রুলস অ্যান্ড গাইডলাইনস্ এবং কলিকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ – র সেকশন ৫২১ ধারানুযায়ী বাড়িতে কুকুর বিড়াল খরগোশ পুষলে কলকাতা পুরসংস্থা থেকে নিবন্ধীকরণ করাতে হয়। ডগ রেজিস্ট্রেশনের সময় লাগবে ডগ মালিকের আইডেন্টিটি প্রুফ এবং কুকুরটির কারেন্ট ইয়ার ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট। রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হিসাবে লাগবে ১৫০ টাকা। তবে প্রতি বছর এই রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ করাতে হয়। সেসময়ও লাগবে কুকুরটির কারেন্ট ইয়ার ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রেশন ফি। পোষ্য মালিক অনলাইনেই পোষ্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। কলকাতা পুর এলাকার অধিকাংশ পোষ্যের মালিকের পোষ্যের পুর নিবন্ধীকরণ করাতে নানান কারণে অনীহা দেখে এবার থেকে তা অনলাইনে করে দেওয়া হয়েছে। ডগের রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে 'ডগ শো'স এবং ট্রেন ও প্লেনে ট্রাভেলে সুবিধা হবে। কলকাতা পুরসংস্থার এপর্যন্ত নথিভুক্ত পুষ্যের নিবন্ধীকরণ সংখ্যা কমবেশি ২০০। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মহানাগরিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরসংস্থার ইনফরমেশন টেকনোলজি দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা।

জঞ্জাল পৃথকীকরণে কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উৎস থেকেই বর্জ্য পৃথকীকরণে বাড়ি বাড়ি নীল–সবুজ ডাস্টবিন বিলির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু লোকবলের অভাবে এখনও কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডের সব ওয়ার্ডে ডাস্টবিন বিলির কাজ শুরু হয়নি।

বালতি বিলির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাড়ি থেকে পৃথকীকরণ বর্জ্য সংগ্রহ করতেও লোকবল প্রয়োজন। কিন্তু সব ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সাফাইকর্মী নেই। তাই জঞ্জাল পৃথকীকরণের কাজের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা অন্য ওয়ার্ড থেকে কর্মী তুলে আনছে। যেসব ওয়ার্ডে বাড়তি কর্মী রয়েছে সেখান থেকে যেসব ওয়ার্ডে লোকবল কম সেখানে তাদের নিযুক্ত করা হচ্ছে। ১০০ দিনের কর্মীদের দিয়ে কলকাতায় সাফাইয়ের কাজ হচ্ছে। এদিকে মহানাগরিক টাউন হলে এক কর্মশালায় জানান, কলকাতার যেসব পকেটে এখনও জঞ্জাল জমছে, সেখানকার বাসিন্দারা পৌরসংস্থাকে জানান, পৌরসংস্থা দ্রুততার সঙ্গে আগামী এক বছরের মধ্যে সে সমস্যার সমাধান করবে।

ডেঙ্গু কর্মশালায় কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে প্রশ্নচিহ্ন

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর আয়োজিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্বদলীয় কর্মশালায় পৌরপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি মাত্র ৫৮ শতাংশ। ২০১৯ – এর পর এতো বড়ো মাপের মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালা এই প্রথমবার। বর্তমান পৌর বোর্ডেও প্রথমবার। পৌরপ্রতিনিধিরা এই ধরনের উচ্চমার্গের কর্মশালা থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে যে যার নিজ নিজ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডবাসীদের ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয় সম্পর্কে জানাবে ও বোঝাবে, এটাই ছিল কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। ওয়ার্ডবাসীরা তো তাদের নিজস্ব পৌরপ্রতিনিধির কথাই তো আগে গ্রহণ করে। পৌর কর্মচারীদের কথা তো তারা পরে গ্রহণ করে। অথচ যে কর্মশালার গুরুত্ব এতোটাই বেশি সেই কর্মশালায় পৌরপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিই মাত্র ৫৭.৬৪ শতাংশ! কলকাতা পৌর এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ওয়ার্ডবাসীর সক্রিয় দায় ও দায়িত্ব নিশ্চয়ই সর্বাগ্রে। কিন্তু তারা তো ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে শিখবে তার পৌরপ্রতিনিধির থেকে ও ভেক্টর কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের ফিল্ড ওয়ার্কারদের কাজ থেকে। কারণ এই ফিল্ড ওয়ার্কাররা প্রতি বাড়িতে গিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে পৌরবাসীদের সজাগ সচেতন করে। কিন্তু সেখানে যদি পৌরপ্রতিনিধিরা থাকে তা হলে তো কাজটা সহজ হয়। কিন্তু কর্মশালায় পৌরপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিই যদি এই হয়, তাহলে বাড়ি বাড়ি তাদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা তো দেবেই। একটি ওয়ার্ডে যদি কমবেশি ১৫ হাজার বাড়ি থাকে তাহলে ভাগে ভাগে প্রত্যেক ওয়ার্ডবাসীর বাড়িতে যাবে। আর কর্মশালাটা যখন কলকাতার বাইরে নয় মহানগরের টাউন হলে হচ্ছে। যা। কর্মশালা হল ৩ ডিসেম্বর। তার থেকে সাত দিন আগে ২৫ নভেম্বর মহানাগরিক চিঠি দিয়ে প্রতিটি পৌরপ্রতিনিধিদের জানিয়েছে। সুতরাং না জানার বিষয় তো নয়। এদিকে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের বক্তব্য, ২০১০ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। আর এবারই পৌরপ্রতিনিধিদের হাজিরা ছিল সবচেয়ে বেশি।

উপমহানাগরিক তথা পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, শহর কলকাতায় ডেঙ্গু এখন আর কোনও মরশুমি রোগ নয়। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা অর্থাৎ পরিবেশগত পরিবর্তন ও নানবিধ কারণে কলকাতার পরিবেশ বছরভর ডেঙ্গু সংক্রমণের অনুকূল হয়ে উঠেছে। আর সেকারণেই বছরভরই ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষকে করতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর কলকাতার ৮০ শতাংশ ডেঙ্গু হয়েছে ৮ থেকে ১৪ বরোর বাসিন্দাদের। অর্থাৎ ওয়ার্ড নম্বর ৬৮ – ১২২ ও ১২৭ – ১৩২ – এর মধ্যে। আর বাকি ২০ শতাংশ উত্তর কলকাতার বরো নম্বর – ১ থেকে ৭ বরোর বাসিন্দাদের বসবাসকারীদের। অর্থাৎ ওয়ার্ড নম্বর ১ – ৬৭ – এর মধ্যে।

এদিনের ডেঙ্গু প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মশালার নেপথ্যের কারণ গুলিতে ছিল – বিগত ১০–১৫ বছরে ডেঙ্গুর প্রধান বাহন এডিস ইজিপ্টাই মশার ব্রিডিং হ্যাবিটে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতে এই মশা বেশি ডিম পাড়ত ঘরের ভেতরে, এখন বেশি ডিম পাড়ে ঘরের বাইরে পরিষ্কার জলে। আবার, পরিবর্তন ঘটেছে ডেঙ্গু ভাইরাসেরও। আবার, ডেঙ্গুর সুনির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। বের হয়নি ভ্যাকসিন। তাই ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশাকে আঁতুড়েই বিনাশ করা ছাড়া ডেঙ্গু দমনের আর কোনও সহজ উপায় নেই। আর এই আঁতুড়েই বিনাসের যৌথ দায়িত্ব নিতে হবে সাধারণ জনসাধারণকে ও কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন দফতরকে।

এদিনের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উঠে এলো দক্ষিণ কলকাতার এবার ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের কারণ। প্রথমত, এই এলাকায় পাতকুয়ার সংখ্যা বেশি। কলকাতা পৌর এলাকায় মোট পাতকুয়া আছে ১২,০৮১টি। তার ১৪ শতাংশ আছে উত্তর কলকাতায় আর বাকি ৮৬ শতাংশ আছে দক্ষিণ কলকাতায়। দ্বিতীয়ত, খোলা ড্রেন। কলকাতায় এরকম মোট ড্রেন আছে ১৫,৭৫৫টি। তার মধ্যে ১৪.৩৫ শতাংশ আছে উত্তর কলকাতায় আর বাকি ৮৫.৬৫ শতাংশ আছে দক্ষিণ কলকাতায়। তৃতীয়ত, কলকাতায় মোট জলাশয় অর্থাৎ পুকুর আছে ৩,০৫৪টি। তার মধ্যে উত্তর কলকাতায় আছে মাত্র ১৫ শতাংশ আর বাকি ৮৫ শতাংশ রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। উত্তর কলকাতার ৪ ও ৫ নম্বর বরোতে একটি করে পুকুর আছে। ৬ নম্বর বরোতে মাত্র ৪টি এবং ২ নম্বর বরোতে মাত্র ৭টি পুকুর আছে। চতুর্থত, কলকাতায় মোট খোলা জমি আছে ৩,৯৬৩টি। তার মধ্যে উত্তর কলকাতায় আছে মাত্র ৯.৬৬ শতাংশ। আর বাকি ৯০.৩৪ শতাংশ আছে রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। পঞ্চমত, কলকাতায় মোট আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং আছে ৫,৫৪৭টি। এর মধ্যে উত্তর কলকাতায় আছে ৩৭.৫০ শতাংশ আর বাকি ৬২.৫০ শতাংশ আছে দক্ষিণ কলকাতায়। তবে অনেকেই যেটা বলছে সেটা হল, বস্তিবাসীরা না কি বিভিন্ন পাত্রে টাইমে আসা জল জমিয়ে রাখে। আর সেই পরিষ্কার জলে ডেঙ্গুর মশারা ডিম পাড়ে। তাহলে কলকাতায় মোট বস্তির সংখ্যা ৫,৩৩২টি। তার মধ্যে উত্তর কলকাতায় আছে সাড়ে ৬২ শতাংশ আর দক্ষিণ কলকাতায় আছে সাড়ে ৩৭ শতাংশ। উত্তরে বস্তির সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব দক্ষিণ কলকাতায় বেশি হল কীভাবে? তাহলে এটা অন্তত প্রমাণ হলো যে বস্তিবাসীরা নিশ্চয়ই জল জমিয়ে রাখে কিন্তু তারা ডেঙ্গুর বিষয়ে যতোটা সচেতন, সাধারণ কলকাতাবাসী ডেঙ্গুর বিষয়ে ততটা সচেতন নয়। কলকাতায় ২০১৯ থেকে পরবর্তী চার বছরে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৯,৯৪৯, ৫,০৪৮, ১১,০৯২ এবং ১৪,৫৬৭(২০ নভেম্বর '২২ পর্যন্ত)। আর কলকাতায় ২০১৯ থেকে পরবর্তী চার বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৪,১৫১, ১৬১৪, ১,৬৪৫ এবং ৭,২৯৯ (২০ নভেম্বর '২২ পর্যন্ত)। এই ৭,২৯৯ টি ডেঙ্গু আক্রান্ত কেসের মধ্যে উত্তর কলকাতায় ১,৬৫৩টি (২৩ শতাংশ) আর দক্ষিণ কলকাতায় ৫,৫৮২টি (৭৭ শতাংশ)। উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান, জঞ্জালে ঢাকা জল জমে থাকা এমন লক্ড বিল্ডিং' – এ প্রবেশের বিষয়ে কেএমসি অ্যাক্টে ৫৪৮ ও ৫৪৬ ধারানুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দেন পুরপ্রতিনিধিদের। যদিও পৌর পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার সত্বর এইসব আইনের আরও সরলীকরণ করা আবশ্যিক বলে উল্লেখ করেন। কারণ ডেঙ্গুর মশারা আমাদের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করবে না। ওরা ওদের কাজ ততক্ষণে করে দিয়ে বিদায় নেবে। আগে কাজ করতে হবে, তারপর কাজ করলাম বলে জানাতে হবে। তা না হলে প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে শত চেষ্টা করেও ডেঙ্গু রোধ করতে পারবো না।

লেন্স বার্তা

দার্জিলিংয়ের সিতাং– এ পথের ধারে দেখা মিললো কমলালেবুর
ছবি – অরুণ লোধ

মহাতীর্থ কালীঘাটে লোকনাথ মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীঘাটে মায়ের নাট মন্দিরে শিলা ফলক প্রতিষ্ঠা, কালীঘাট মন্দিরে ও বেহালা পূর্বের 'সিরিটি মহাশ্মশানে'র পাশে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিগ্রহ ও মন্দির স্থাপন উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবের দিন ঘোষণা করলেন, দক্ষিণ কলকাতা লোকনাথ উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক গঙ্গাদাস বসাক। কালীঘাট সংলগ্ন ওই মন্দিরে সত্যনারায়ণ পুজো চলাকালীন এদিন এই অনুষ্ঠানের সহ সম্পাদক অসিত চট্টোপাধ্যায় ও সংগঠনের অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গঙ্গাবাবু জানান যে, এই উৎসবে পুজোপাঠ বা ভোগ বিতরণ নয়, এর পাশাপাশি আমাদের মূল উদ্দেশ্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো তা–ই আমফান থেকে কোভিড নাইন্টিন অতীতে যেমন মানুষের কথা ভেবে তাদের সেবার কাজ চালিয়ে গেছেন, আগামী দিনে তার বিরাম ঘটবে না। তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় উঠে এলো আগামী ২৪ – ২৫ ডিসেম্বরে কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন দিলীপ মজুমদার কমিউনিটি হলে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর

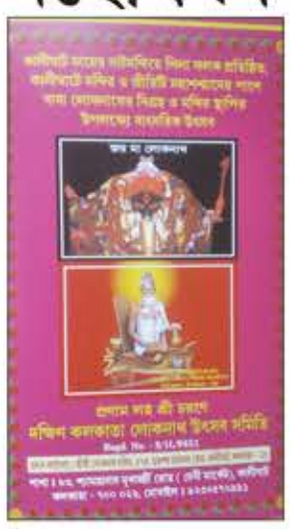

কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিনাব্যয়ে চশমা বিতরণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কর্মসূচির কথা। যেখানে এই কাজকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকবেন সাংসদ থেকে স্থানীয় বিধায়কসহ বহু বিশিষ্টজন। সবমিলিয়ে এই মহোৎসবকে ঘিরে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এক উৎসাহের ছবি ধরা পড়লো।

এখানে ওখানে

অভিনয়ের পাশে পায়েল মুখার্জী ও সন্দীপ ভট্টাচার্যের নতুন যাত্রা

অভিনেত্রী পায়েল মুখার্জী ও অভিনেতা সন্দীপ ভট্টাচার্য এর উদ্যোগে হয়ে গেল এফবিএসসি এর এক বিশেষ অনুষ্ঠান। তাদের নতুন ফোরাম এফবিএসসি। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিগন। উপস্থিত ছিলেন এফবিএসসি এর অন্যতম সদস্য অভিনেত্রী পায়েল মুখার্জী, চাইনিস কনসোলেট ঝা লিইউ, বৈশালী ডালমিয়া, সানি ঘোষ রায় প্রমুখ।

অভিনেত্রী পায়েল মুখার্জী জানান অভিনয়ের পাশে এই ফোরামটা শুরু করার পিছনে অনেক গুলো কারন আছে। এই ফোরামের মাধ্যেমে অন্য বিজনেসম্যান আরো অন্য বিজনেসম্যানদের সাথে আলাপ হবে। সেখান থেকে বিজনেস আরো বৃদ্ধি পাবে। তাতে অনেকের কাজের জায়গা খুলে যাবে। কর্মসংস্থান হবে অনেকের। সন্দীপ ভট্টাচার্য জানান এফবিএসসি হল একটি বিসনেস ফোরাম, যে ফোরামের মাধ্যেমে ব্যাবসার পরিধি বৃদ্ধি পাবে। আর ব্যাবসা বা।লে অনেক মানুষের কাজের সুযোগ বাড়বে। এছাড়া আমরা এই এফবিএসসি এর মাধ্যেমে সামাজিক কাজ ও করছি। মানুষের পাশে থাকাটাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর ভারতীয় জাদুঘরে শুরু হতে চলেছে কলকাতার সর্ববৃহ চিত্র প্রদর্শনীর মেলা। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৫০ তম বর্ষ উপলক্ষে, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন রাজ্যের দুই শতাধিক শিল্পী।এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভায় শামিল হলেন শিল্পী সুমিতা বিশ্বাস, সুমন্ত ভৌমিক, বরুণ দত্ত, সঞ্জয় দাস, পিনাকী চক্রবর্তী এবং বন্ধু এক আশা –র পক্ষে নূপুর রায় ও অজয় ভৌমিক। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর ভারতীয় জাদুঘরে শুরু হতে চলেছে কলকাতার সর্ববৃহ চিত্র প্রদর্শনীর মেলা। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ১৫০ তম বর্ষ উপলক্ষে, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন রাজ্যের দুই শতাধিক শিল্পী। এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভায় শামিল হলেন শিল্পী সুমিতা বিশ্বাস, সুমন্ত ভৌমিক, বরুণ দত্ত, সঞ্জয় দাস, পিনাকী চক্রবর্তী এবং বন্ধু এক আশা –র পক্ষে নূপুর রায় ও অজয় ভৌমিক।

ইন্টারন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার্স ডে উদ্‌যাপন

ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর উদযাপিত হল ইন্টারন্যাশানাল ভলেন্টিয়ার্স ডে। ব্যবস্থাপনায় ছিল ঘোলা মিতালী সংঘ বারুইপুর। প্রায় ৩০০ জন মানুষ এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এনএসএস–এর প্রোগ্রাম অফিসার ও রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যাপক আদিত্য দাস, আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, বইগাছি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সফিউদ্দিন মোল্লা, সেক্রেটারি জুলফিকার নাইয়া, কবি কালিপদ সরদার, সাধুপুর বানিখালী গোসাবার প্রতিনিধি প্রদীপ কুমার মণ্ডল, মিতালী সংঘের সম্পাদক অমিতাভ শর্মা, এনওয়াইভি

পল্লভ নস্কর, বিপাশা নস্কর, অভিজিৎ নস্কর, প্রাক্তণ এনওয়াইভি রিমি মজুমদার প্রমুখ।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, চরিত্র গঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করতে হবে। নিজের পরিবার থেকে সেই কাজ করা উচিত। নিজের গ্রামের উন্নয়নে করতে পারলে দেশ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন হবে। নিজের পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখলে দেশ ও উজ্জ্বল হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে ওঠে মিতালী সংঘের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায়।

সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের শুভ সূচনা

বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবনের মধ্যে অন্যতম সুন্দরবন। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন নামে আলাদা একটি জেলা গঠনের ঘোষণা করেছেন।আর এই নতুন জেলায় সংবাদ জগতের মানুষ দের নিয়ে গঠিত হলো সুন্দরবন প্রেস ক্লাব। বুধবার রায়দীঘির কোম্পানীর ঠেকে এই নবগঠিত প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সহ সম্পাদক নিতাই মালাকার, দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদক তথা আই জে এমের সাধারন সম্পাদক শেখর সেনগুপ্ত, কলকাতা স্পোটস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুবেন রাহা, অল ইন্ডিয়া রেডিওর কৃষি বিভাগের প্রাক্তন প্রোগাম হেড সুমিত চক্রবর্তী, মন্দিরবাজার ডিএসপি বিশ্বজিত নস্কর, রায়দীঘি থানার আই সি অমিয় ঘোষ, প্রত্নতাত্ত্বিক দেবীশংকর মিদ্যা,সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক সুধাংশু হালদার সহ আরো অনেকে। সুন্দরবনের প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজে থাকবে বলে এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে জানানো হয়।কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামানিক দূরাভাষে এই অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা জানান। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, সুন্দরবন জেলার নামে এতদিন কোনো প্রেস ক্লাব ছিলো না। খুব ভালো হলো এই ক্লাবটি তৈরি হয়ে। আশাকরি সাংবাদিক ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে আরও সুসম্পর্ক তৈরি হবে এই ক্লাবের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানের শেষে সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের উজ্জ্বল বাবু এই ক্লাব নিয়ে আগামী দিনে কিভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করবেন তা তুলে ধরেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা সহ জেলার বাইরে থেকে ও বহু সাংবাদিক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাঙ্গলিকী

অন্তর্বাহের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ ডিসেম্বর যোগেশ মাইমে অন্তর্বাহ নামক সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে এক সুন্দর সন্ধ্যার উপহার দিল। প্রথমেই উদ্বোধনী নৃত্য দুর্গা বন্দনার মাধ্যমে সকলকে স্বাগত জানান অনন্যা, দোলা, কৃষ্ণা, শ্রীপর্ণা ও টিয়া। এরপর এশিয়াডে তাসে সোনা জয়ী প্রণবকুমার বর্ধনকে সংবর্ধনার মাধ্যমে অতিথি বরণ করে নেওয়া হয়। বাংলা গানের ফিউশনের মূর্ছনায় উপনিষদ মিউজিক গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রীমতী পাপড়ি গাঙ্গুলির পরিচালনায় অভিজিৎ দাস, সুস্মিতা সাউ, পিউ চক্রবর্তী উদ্ভাসিত করে তোলেন সন্ধ্যাটিকে। কি-বোর্ডে ছিলেন বিভূতি বর্মন, সুভাষ বসাক ছিলেন গিটারে, তবলায় তাল দিয়েছেন সন্দীপ মুখার্জী, অক্টাপ্যাডে ছিলেন গৌতম বৈদ্য।

শ্রীমতী তনুশ্রী মিত্রের পরিচালনায় পরম পাওয়া ও পথ গিয়েছে বেঁকে শ্রুতিনাটকে রূপ-অরূপ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন ডাঃ আরতি দে মিত্র, রিঙ্কু চৌধুরী, সুচিস্মিতা রায়, বর্বিতা গাঙ্গুলি এবং জয়ন্তী চক্রবর্তী।। আধুনিক গানের নাচে মধুপর্ণা মুখার্জী, শ্রীপর্ণা চৌধুরী ও টিয়া দে সকলকেই ছন্দে ছন্দে নাচিয়ে তোলেন। টিম সমৃদ্ধি নৃত্য পরিবেশনা করেন সুভম হেলার পরিচালনায়। 'মাটির গান প্রাণের টান' লোকনৃত্যটি পরিচালনা ও ভাষ্য লেখনীতে রুমা বর্ধন। অংশগ্রহণে ছিল দোলা মজুমদার, কৃষ্ণা মণ্ডল, অনন্যা দাস, সুনীপা বসু এবং ক্ষুদে শুভ ও ভিভো। ভাষ্যপাঠে ছিলেন তন্দ্রা দাস। সব শেষে টিম সমৃদ্ধির পক্ষ থেকে 'আমার জন্মভূমি' শীর্ষক নৃত্যের মাধ্যমে শুভরাত্রি ঘোষণা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীমতী সমীপর্ণা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন শ্রীমতী পাপড়ি গাঙ্গুলি, সূর্যনীল আইন ও অন্তর্বাহ-এর সকল সদস্যরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও রূপায়ণকার রুমা বর্ধন বলেন, শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এমন পরিকল্পনা বছরে মাঝে মধ্যেই চালিয়ে যাচ্ছি। সকলকে পাশে পেলে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারব।

সুন্দরবন চিত্রকলা ও হস্তশিল্প উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩-৪ ডিসেম্বর ২০২২ -এ, শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা ও তেপান্তরের স্বপ্ন সংস্থার পরিচালনায় ভারতীয় সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট দ্বীপের দক্ষিণতম গ্রাম গোবর্ধনপুরে সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের বিবেকানন্দ অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল ছোটদের চিত্রকলা ও হস্তশিল্প উসব। জি প্লট দ্বীপের বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী ভাঙন বিধ্বস্ত গ্রাম গোবর্ধনপুরের ২৭৪ টি পরিবারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বছরের প্রতি শনিবার অঙ্কন চর্চা করে এখানকার সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের বিবেকানন্দ অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্রে। এই অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালিত হয় শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার দ্বারা। এবারের প্রতিযোগীতায় প্রধান দুটি ভাগের প্রথমটি হল অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও দ্বিতীয়টি হল হস্তশিল্পের প্রদর্শনী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অপূর্ব সব হস্তশিল্পের নিদর্শন নিয়ে হাজির হয়েছিল এখানে। তাদের হস্তশিল্পের মধ্যে মাটির তৈরী হাঁস, পদ্ম, গোলাপ, কুমীর, কচ্ছপ, হরিণ, বিভিন্ন ফল সবজি, পুতুলের নিদর্শন ছিল বিশেষ নজরকাড়া। ছোটরা তাদের মনের মত বিভিন্ন ছবি এঁকে ফুটিয়ে তোলেন অপূর্বভাবে। প্রতিক্ষেত্রে একাধিক পুরস্কার দেওয়া হয় তাদেরকে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে সেরার সেরা পুরস্কার ও দেওয়া হয় তাদের মধ্যে একজনকে, তার নাম সুদীপ্ত আচার্য। তার হাতের কাজ ও আঁকা ছবি সত্যই অবাক হয়ে দেখার মত। এই বিশেষ পুরস্কারটি প্রয়াত অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীলেখা রাহার স্মৃতিতে প্রদান করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য বনপাল ডঃ অতনু রাহা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময় এই গ্রামের ছেলেমেয়েদের গান, কবিতা আবৃতি পরিবেশন অনুষ্ঠানের অনন্য মাত্রা যোগ করে। সবশেষে সকল প্রতিযোগীকে বছরের সকল অঙ্কন সামগ্রী, বিশেষ উপহার ও একটি করে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের গোসবা বালি অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী সুকুমার পয়রা, গ্রামের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত থাকি। আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে সুন্দরবনের এই প্রান্তিক গ্রাম গোবর্ধনপুরে যে স্থায়ী অঙ্কন প্রশিক্ষণ শিবির চলে, এটি তার বাসরিক অনুষ্ঠান। আমরা ছোট ছোট গ্রাম নির্ভর আমাদের সীমিত সাধ্যমতো আগামীদিনে এমন উদ্যোগ আরও সংগঠিত করতে বিশেষভাবে সক্রিয় হতে পারবো বলেই আশা রাখি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময় নৈহাটিতে অবস্থিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৭০ তম জন্মদিন উদযাপিত হয়। উদ্যোক্তা বঙ্কিম- ভবন গবেষণা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. রতনকুমার নন্দী এই অনুষ্ঠানের সভাপতির পদটি অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে এই দিনের তাৎপর্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। প্রথম বক্তা হলেন বিশিষ্ট পুঁথি গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. সুমিত্রা কুণ্ডু। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ প্রেক্ষাপটে হরপ্রসাদ। আকর্ষণীয় সেই বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তা হলেন অধ্যাপক ড. সুবিমল

মিশ্র। রাজেন্দ্রলাল এর উত্তরসূরী হরপ্রসাদ এই ছিল তাঁর বক্তব্যের বিষয়। তিনিও খুব সুন্দর ভাবে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তৃতীয় বক্তা বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। পরে চর্যাপদ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গান তিনি নিজের সুরে গেয়ে শোনালেন। সমগ্র আলোচনা সভাটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অধ্যাপক ড. দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কবি লেখক শিল্প পরিষদের ব্যবস্থাপনায় শনিবার ৩ ডিসেম্বর বিকেলে শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে বাংলার শহিদ সন্তান ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটের মাটি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক পৃথ্বিরাজ সেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি আরণ্যক বসু। পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. দেবব্রত দত্ত, চিত্রশিল্পী সৈকত খাঁড়া, কবি কৃষ্ণেন্দু হাইত, মণিষা মজুমদার, এছাড়া ছিলেন বিদ্যাসাগরের বংশধর অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব ঘড়া, বিউটি দাশ, রঞ্জনা কর্মকার। ওইদিন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গুণী ব্যক্তিদের সম্মাননা দেওয়া হয়। সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা চন্দ্রনাথ বসু সভাপতি বরুণ চক্রবর্তী এবং শিবশংকর বক্সী এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সফল হয়। প্রসঙ্গত, ওই দিন অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৪২ জন সুবেশা সুন্দরী মহিলারা বাংলার বিভিন্ন রকমের রন্ধনের পদ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটির মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠে ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে সঞ্চালনা করে মাতিয়েছিলেন মধুমিতা ধৃত।

বাল্যবিবাহ সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার ব্লকের অন্তর্গত ভুতুরা গ্রামপঞ্চায়েতের খয়রাকুড়ি গ্রামে বাল্যবিবাহের ওপর ৭ ডিসেম্বর এক সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয় জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে। সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রামের মেম্বার,আশা, অঙ্গওয়াড়ী কর্মী,গ্রামের কিশোর কিশোরী মা ও বাবারা। প্রথমে মেন্টাল হেল্‌থ ও আইএফএ নিয়ে আলোচনা করেন অন্বেষা ক্লিনিকের যুথিকা দাসঠাকুর। পুষ্টি ও পতাকা নিয়ে আলোচনা করেন স্যাগ কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলেটার মরিয়াম নেস্‌সা খাতুন। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন সিউড়ি মহিলা থানার এসআই মৌসুমি মহাপাত্র।

নারী ও শিশু পাচার নিয়ে আলোচনা করেন মহিলা থানার আইসি মিতা চক্রবর্তী। পরিশেষে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কিশোরী ও মায়েদের সাথে কথা বলেন স্যাগ কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফিল্ড ফ্যাসিলেটার হৃদয়কুমার সিংহ। কিশোরীদের স্লোগান শেখানো হয় গেরুয়া সবুজ সাদা খাও গাদা গাদা। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন গ্রামের মেম্বার প্রতিমা বাগদী।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬তম প্রয়াত অক্ষয় সেনগুপ্তের ১৬তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৩ ডিসেম্বর শনিবার চুঁচুড়ায় হুগলি জেলা ইউনিয়ন কার্যালয়ের সামনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশনের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে রক্তসংগ্রহ করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল। ১৭ জন মহিলা সহ ৬৫ জন রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি মেহবুব রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ দাস, ট্রাস্ট কমিটির সভাপতি অসিত মুখার্জি, সভাপতি অমর মুখার্জি প্রমুখ।

হুগলি চুঁচুড়া বইমেলা শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা বইমেলার পর রাজ্যে অন্যতম সেরা বইমেলা হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে হুগলি চুঁচুড়া বইমেলা। একথা বলে, মেলার যুগ্ম সম্পাদক গোপাল চাকি জানান, ১৪ তম হুগলি চুঁচুড়া বইমেলা গত শনিবার ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল। এই বছর বইমেলার মূল প্রবেশ পথ উৎসর্গ করা হয়েছে কবি কৃষ্ণ ধরের নামে। ওয়াসিম কাপুরের নামে আর্ট গ্যালারি, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের নামে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন এবং গণেশ নন্দীর নামে সভামঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছে। এবছর স্টলের সংখ্যা ৭০ থেকে বেড়ে ১২৩টি হয়েছে। মেলায় প্রেস কর্ণার থাকছে। সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ বা পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। মেলার তরফে এ বছর অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের নিয়ে নতুন উদ্যোগ 'সবার হাতে বই', 'সবার জন্য বই'।

অনাথ বাচ্চারা তাদের পছন্দমতো বই কিনবে, দাম মেটাবে মেলা কর্তৃপক্ষ। কলকাতার নামী প্রকাশকদের পাশাপাশি থাকছে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্ভার। বইমেলা কমিটির সভাপতি তথা বাম আমলের মন্ত্রী নরেন দেবনাথ বলেন, ২ হাজার শিল্পী নাচ গান, আবৃত্তি, আলেখ্য পরিবেশন করবেন।

মহামারী শেষে

উজ্জ্বল হালদার

কম বয়সে অর্পিতা সংসার সাজাচ্ছিল। নতুন ঘর। প্লাস্টার হলো, পুট্টি হলো। রঙ করার পরিকল্পনা হলো কিন্তু সামর্থ্য হলো না। অরুণ কোম্পানির কাজ করে। মোটামুটি মাইনে। বেশির ভাগ সময় বাইরের রাজ্যে থাকতে হয়। তিন-চার মাস পর ঘরে ফেরে। এমনিতে বাউণ্ডুলে স্বভাব। পড়াশোনা অল্প কিন্তু গুণ অনেক। সন্ধ্যায় খেতে ডাকলে এই আসছি বলে দূর গ্রামে সারা রাত যাত্রা দেখে পরের দিন সকালে ফিরতো একগাল হাসিমুখ নিয়ে। গোটা রাত ধরে বাড়তে থাকা অর্পিতার রাগ ওই হাসিমুখ দেখে গলে জল হয়ে যেত। ক্রমে সংসারের সুতোয় টান বাড়তে থাকে দুজনেরই। অর্পিতা শিখে যায় পাকা গিন্নির পাঠ, অরুণের কাঁধে দায়িত্ব।

দীপ্ত ওদের বাড়রি নতুন অতিথি। গোটা বাবার মুখ পেয়েছে। দীপ্ত হবার পর থেকে দুজনই স্বপ্ন দেখে অনেক বড়ো করে মানুষ করবে ওকে। নাচ, গান, ছবি আঁকাতে ছোট থেকে উৎসাহী করবে। বাবার কাছে পায় গানের তালিম। নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়িতে আঁকার মাস্টারমশাই আসেন।

অনেক ভাই-বোন হওয়ায় পড়াশোনা ক্লাস টেনের পর আর টানতে পারেনি অরুণ। কয়েক বছর এদিক ওদিক করে শেষে এই কাজের লাইনে ঢুকেছে। কাজ ভালো, কিন্তু বাইরে বাইরে থাকতে হবে এই যা। বিয়ের পর তো একবছর অর্পিতাকে নিয়ে গুজরাটে ছিল। অরুণ ডিউটি যেত আর অর্পিতা এই অবসরে বিউটিশিয়ান কোর্স করেছিল। বাড়িতে ফিরে একটা পার্লার খোলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু একা একা সেসব করে উঠতে পারেনি।

অর্পিতা এই ছোট বয়সে অনেক শিখেছে। অনেক ঘুরে ঘুরে, অনেক ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়েছে তাকে। গরীব বাবা-মা পড়াশোনা শেখাবার জন্য ছোটবেলায় তাকে মামার বাড়িতে পাঠায়। মামাদের আদর যত্নের মাঝে মাঝে মামিমার গঞ্জনাও হজম করতে হতো। চোখের জল মুছে পড়ায় মন দিতো। মামাবাড়ির কাছেই প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল। পড়াশোনা মোটামুটি ভালোই করছিল। কিন্তু ভবিতব্য...

তার কিশোরী মন রাজী হয়ে যায় এক কিশোর-হৃদয়ের প্রস্তাবে। এই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতে মামার বাড়িতে আর থাকা হলো না। কিন্তু স্কুলে নাইনের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হবে এখান থেকে। অগত্যা মেসোমশাইয়ের বাড়ি। পাড়ার দিদিমারা রসিকতা করে বলতো যতই দূরে নিয়ে যাও চোরের মন বোঁচকার তোন।

মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর নিজের বাড়িতে গিয়ে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হয়। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে যায় সাইকেল চালিয়ে। স্কুলের রাস্তায় সেই কিশোর মুখ দেখা যেত মাঝে মধ্যে। দুটো পরিবার কথা বললেও ওদের সম্পর্কটা ছাদনাতলা অবধি পৌঁছায় নি।

তারপর অরুণের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়।

দীপ্তর লেখাপড়া নিয়ে দুজনেই চিন্তিত। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন তারা দীপ্তর চোখ দিয়ে পূরণ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের সন্তানই তাদের আশা ভরসা। একা হাতে সংসার, ছেলের পড়াশোনা সামলে নিজে পড়াশোনা করার জন্য অর্পিতা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। স্বনির্ভর হবার স্বপ্ন তার ছোট থেকেই।

ছেলের বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বপ্নও বড়ো হতে থাকে। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অরুণকে বেশি টাকা রোজগারের কথা ভাবতে হয়। পাড়ার মোড়ে ছোট একটা দোকান করে ভাড়া দেয়। নিজে বাদিতে থাকে কম। কয়েকদিনের জন্য বাড়ি ফিরে আবার পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে। তখন অর্পিতা দিন গোনে।

বিশ্বজগৎ গভীর অসুখে স্তব্ধ। ছোঁয়াছুঁয়ি চরমে। আসা যাওয়া বন্ধ। কোনো রকমে বাড়িতে ফিরেছিল অরুণ। প্রথম ঢেউ সবার মাথার উপর দিয়ে গেল। কেউ তলিয়ে গেল, কেউ হাবুডুবু খেয়ে নাজেহাল, কেউ নিঃস্ব হলো।

হাহাকার...

নিঃস্তব্ধতা

আবার বাস, ট্রেন চলতে লাগলো। মানুষ আবার কাজের সন্ধানে বেরোল। কেউ কাজ পেল, কেউ পেল না। অরুণের কাজের ডাক এলো। সে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত। তার মাইনে বাকি রাখা যায় কয়েকমাস।

অর্পিতাও দ্বিমত করেনি। একা একা সংসার সামলানো তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কষ্ট হলেও সে কাউকে কিছু বলে না। ছেলেকে আদর করে অরুণ চলে গেল। অর্পিতা দিন গোনে।

আবার ঢেউ এলো। আরো বেশি মারমুখী হয়ে। বেশি বয়স, কম বয়স কিছুই মানলো না সে। হাহাকার এবার বহুমুখী। হসপিটাল, নার্সিংহোমে বেড নেই। অক্সিজেন নেই। রাস্তায় শুধু অ্যাম্বুলেন্সের হুটার আর বাড়িতে বাড়িতে কান্নার রোল।

অল্প জ্বর নিয়ে অরুণ ফিরেছিল। ওকে ছাড়তে চায় নি। প্রোমোটার বলেছিল ও কিছু হবে না। এখানে থাকো। কাজ করো। অর্পিতা জোর করে বাড়িতে চলে আসার জন্য।

বাড়িতে ঘরোয়া টোটকা, এটা ওটা করছিল।

জ্বর কমেনি।

স্বাদ, গন্ধ সব ঠিকই আছে।

ডাক্তারের কাছে গেলে ওষুধ দেয়। টেস্ট লিখে দেয়।

বাড়িতে বসে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়। একেবারে জমিয়ে। ছোটোবেলা থেকে বন্ধু। এই স্বার্থপর পৃথিবীতে এইরকম বন্ধু একটা আধটা থাকে কারোর কারোর। সেদিক থেকে অরুণ ভাগ্যবান।

সন্ধ্যার আগে আগে অল্প শ্বাস কষ্ট শুরু হলে বন্ধুকে হাসতে হাসতে বলে চল, হসপিটাল নিয়ে চল।

একটা 'পজিটিভ' রিপোর্ট কারোর জীবনে কতটা বিপর্যয় আনতে পারে তার নাম গন্ধ তখনও পাওয়া যায় নি।

পায়ে হেঁটে হসপিটালে ঢোকে অরুণ।

আত্মীয়, পরিবার পরিজন হসপিটালের বাইরে অপেক্ষা করে। অর্পিতা দিন গোনে।

টিভি চ্যানেলে রোজ কতজন নতুন করে আক্রান্ত হলো তার হিসেব হিসেব দেখানো হচ্ছে। কোথায় অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না, সরকারের গাফিলতি, হসপিটালের অব্যবস্থা, ভলান্টিয়ার্সদের উদ্যোগ এসব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হচ্ছে। এর মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছে লক্ষ প্রাণ। সৎকার তো দূর অস্ত, পরিবার নিষ্প্রাণ মুখটাও দেখার সুযোগ পাচ্ছে না।

দালালকে টাকা দিলে মিলবে ডেডবডি। যাদের সামর্থ্য অল্প তারা কিছু টাকা দিয়ে দূর থেকে দেখেছে প্রিয় মানুষটার ছাই হয়ে যাবার দৃশ্য।

কার প্রিয়জন, কে দেখে। চেনার উপায় নেই। কাগজে মোড়া। প্রিয়জন বলে যে কোনো মড়া দেখিয়ে দিয়েছে দালালেরা। সৎকারের জন্য মোটা টাকা নিয়েছে। সৎকার করেনি। গণকবরে সেই মৃত মানুষগুলোর কঙ্কাল আজও পিঠোপিঠি, মুখোমুখি। অসুস্থ সময়ের বিশৃঙ্খলার সাক্ষী তারা। ওলটপালট হয়ে যাওয়া জীবনের নীরব দর্শক।

আমি কেন ধুতি পরবো মা? আমি ধুতি পরবো না।

মা কিছু বলে না। শুধু বলে একটু পরে খুলে দিবিখোন।

কুশপুতুলে অরুণের জামা পরিয়ে খাটিয়াতে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছয় বছরের দীপ্তকে বাবার মুখাগ্নি করে পারলৌকিক কাজ করতেই হবে। কুল পুরোহিতের বিধান। খড়ের আঁটিতে আগুন জ্বালিয়ে দীপ্তর হাতে দেয়।

আমার ভয় লাগছে। আমি নেবো না।

ওর মামা ওকে কোলে নিয়ে কুশপুতুলের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখাগ্নি করায়। শেষের দিকে আগুনের ঝলক হাতে লাগে দীপ্তর কচি হাতে।

শ্মশানের কাজ শেষ। গলায় কাছা নিয়ে দীপ্ত বাড়িতে ফিরে মা'কে তার হাত দেখায়।

দেখো মা আমার হাত পুড়ে গেছে।

ওটা তোর হাত নয় বাবা, আমাদের কপাল অঝোরে কাঁদে অর্পিতা।

হসপিটাল থেকে অরুণের মৃত্যু সংবাদ এলে সে বিশ্বাসই করেনি। এ কি করে সম্ভব! তাকে এভাবে একা রেখে...

রোজই ভাবতো অরুণ এই বুঝি সেই হাসিমুখ নিয়ে ঘরে ফিরবে।

আমাদের মন এমনই। মানতে চায় না।

অরুণ আছে। এই বিশ্বাস নিয়ে অর্পিতা বাঁচতে চেয়েছিল। তাই সে পারলৌকিক কাজ করতে চায় নি। বলেছিল ছেলে বড়ো হয়ে যখন বুঝতে শিখবে তার বাবা মারা গেছে তখন সে কাজ করুক। এখন সে এসবের কিছু বোঝে না।

শ্বশুরবাড়ির লোক চায় এখনই কাজ করতে। নইলে তাদের বাড়ির ছেলের অতৃপ্ত আত্মার মুক্তি হবে না। কাজেই...

অরুণ ফিরবে। অর্পিতার এই বিশ্বাস কুশপুতুলের আগুনে পুড়ে যায়।

ঘাটকাজের পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। অরুণের ছবিতে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সমস্ত আয়োজনের সামনে বসে পুরোহিত দীপ্তকে মন্ত্র পড়াচ্ছে। চঞ্চল দীপ্ত মাঝে মধ্যে উঠে পড়ছে, মাঝে মধ্যে বলছে আর মন্ত্র বলবো না। পিণ্ড দান করতে করতে নানান প্রশ্ন করছে।

মা, বাবাকে পুজো করছে কেন?

এই অমোঘ প্রশ্নের উত্তর কী দেবে অর্পিতা? বলে বাবা হসপিটালে আছে সেজন্য।

নিয়মভঙ্গের দিন বাড়িতে লোকজন এসেছে। আজ তাদের পাত পড়বে এখানে। এ বাড়ির অসুস্থতায় কয়েকদিন আগে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ছিল তারা। এখন এসেছে সমবেদনা জানান দিতে। আর কার কার কে মারা গেছে তার বর্ণনা দিতে। কেউ বললো হাসপাতালে ঠিকমতো অক্সিজেন দেয় নি। নইলে ভালো মানুষটা এভাবে মরে যায়। কলকাতায় নিয়ে গেলে অর্পিতা কাঁদতে কাঁদতে বলে কলকাতায় কোথাও বেড ফাঁকা ছিল না। চেষ্টা কি আর কম করা হয়েছে। আমি কি দোষ করেছিলাম বলতো যে আমার ঘরটাকে এভাবে ভেঙে দিতে হলো।

বাড়িতে এত লোকজন। রান্নার আয়োজন। কিন্তু বাবাকে দেখতে পায় না দীপ্ত। বাবা কাজ থেকে ফিরলে কিছু দিন বাড়িতে থাকতো। তাকে আদর করতো। ঘুরতে নিয়ে যেতো। তার সঙ্গে খেলতো। কিন্তু এবারে এসেই আবার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল হসপিটালে। তার কিছুতেই ভালো লাগছে না। ঘুরতে ঘুরতে মাকে জিজ্ঞাসা করে মা, বাবা কবে আসবে?

অর্পিতা ওকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে থাকে। মায়ের চুপ থাকা দেখে দীপ্তর কচি মন কি বুঝলো কে জানে। বললো আমি বড়ো হয়ে হসপিটাল থেকে বাবাকে ঠিক বাড়িতে আনবো তুমি দেখো মা।

অর্পিতা দিন গোনে ...

মন ভরাচ্ছে শেষ ল্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবল বোদ্ধাদের অভাব যেন কিছুতেই পূরণ করতে পারছিলো না কাতার বিশ্বকাপ। সেই পাঁচ ছটা প্রথম সারির দেশ আর চার পাঁচটা চেনা হিরো, এতেই আটকে আছে ফুটবলের মহাযুদ্ধ। চার বছর পরে বিশ্বকাপ মানে তো ফুটবলের মান কতোটা বাড়লো, নতুন কোন প্রতিভা ভবিষ্যতের হিরো হবে, নয়া কোনো টেকনিক ফুটবলে এলো কিনা তা দেখার সুযোগ। কিন্তু কোথায় কি। একমাত্র স্পেনের তিকিতাকা ও ইংল্যান্ড ছাড়া সবাই কেমন কুঁকড়ে রয়েছে। আর্জেন্টিনা হোঁচট খাচ্ছে, জার্মানি খাবি খাচ্ছে, ব্রাজিল খোলস ছেড়ে বেরোতে পারছে না। নতুন হিরো তো দূরে থাক, ফ্রান্সের এম্বাপে ছাড়া অন্যরা কেমন মিইয়ে রয়েছে। কাতারে জৌলুস, আধুনিকতা সবই রয়েছে তবু মন ভরছে না ফুটবল বোদ্ধাদের।

কিন্তু না নিরাশ করলো না কাতার বিশ্বকাপ। গ্রুপ পর্যায় শেষ হতেই বদলে গেল সবকিছু। সবুজ মাঠে আগুন ঝরিয়ে মন কেড়ে নিল জাপান, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া। ভয়ঙ্কর সুন্দর হয়ে উঠল নেইমারের ব্রাজিল। তার পরেই নতুন ফুটবল হিরোর উদয় হল পর্তুগাল সুইজারল্যান্ড ম্যাচে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোহীন পর্তুগালের হয়ে হ্যাট্রিক করে গণসালো ব্যামোশ বুঝিয়ে দিলেন ভবিষ্যতে দাদাগিরি করতে আসছেন তিনি।

আসলে সারা পৃথিবী চার বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে নতুন ফুটবল, নতুন নায়কের উত্থান দেখবে বলে। তা না পেলে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবে এখনো পর্যন্ত যা খেলা হয়েছে তাতে ব্যক্তিগত মুন্সীয়ানায় এগিয়ে রয়েছে ফ্রান্সের এমবাপেই। এবারের ফুটবলের এই মহাযুদ্ধ আর এক দিক দিয়েও স্পেশাল। এবারেই হয়তো শেষ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছেন মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো। স্বভাবতই নতুন নায়কের চাহিদা থাকবেই। যাই হোক কাতার বিশ্বকাপ দেখিয়ে দিল ইউরোপের সঙ্গে শেষ আটে ঢুকে পড়তে যে বেশি বাকি নেই এশিয়ার তা দেখিয়ে দিল জাপান। টাইব্রেকারে ক্রোশিয়ার কাছে হারলেও কুর্নিশ জানাতে হয় তাদের লড়াইকে। শুক্রবার থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হল, ১৮ ডিসেম্বর ফাইনাল। যে লড়াই চলছে তাতে এখনই বলা সম্ভব নয় ফাইনালিস্টদের নাম। তবে ব্রাজিল ও ফ্রান্স তাদের খেলা দিয়ে তার দাবিদার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। ভাগ্যদেবী শেষ পর্যন্ত কার হাতে কাপ তুলে দেবেন তা জানতে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতেই হবে।

ব্যাডমিন্টন কোর্ট উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ী চাঁদমারি মাঠে বীরভূম জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে একটি ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্টের উদ্বোধন করা হলো দোসরা ডিসেম্বর। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় এই কোর্টের উদ্বোধন করেন। তারপর ব্যাডমিন্টন হাতে খেলা করতে দেখা যায়। নির্মানে খরচ হয়েছে ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টারস অভিষেক রায় সহ পুলিশকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রঞ্জিতে সুমন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এবং ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির জন্য বাংলার আঠারো সদস্যের দল ঘোষণা করলো দি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। সেই দলে ১৭তম স্থানে নাম রয়েছে। বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের বাসিন্দা সুমন্ত গুপ্তা ওরফে বিট্টু। স্বভাবতই খুশির হাওয়া জেলার ক্রীড়া মহলে।

এবারের বিশ্বকাপে ছুটছে বুদ্ধিমান বল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ তম কাতার ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে ৩২টি দেশের ফুটবলাররা যে বলে খেলছেন সেই বলটির নামকরণ করা হয়েছে 'আল-রিহলা'। যার অর্থ হল, ভ্রমণ বা সফর। ফিফা বিশ্বকাপের জন্য এই স্পেশাল বলটি তৈরি করেছে ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারক সংস্থা অ্যাডিডাস। 'আল-রিহলা' নামের এই বল তৈরি করা হয়েছে কাতারের সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ঐতিহ্যবাহী নৌকা ও পতাকা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেই। 'আল-রিহলা' মূলত আরবি শব্দ ও একটি বইয়ের নাম। যার বাংলা অর্থ 'ভ্রমণকাহিনি'। এই বইটি রচনা করেছিলেন মরক্কোয় জন্মগ্রহণকারী আরবদেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা। বিশ্ব ভ্রমণে বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা তাঁর সময়কার সবচেয়ে বেশি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। আর 'আল-রিহলা' বইয়ে তিনি ৭০ হাজার ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন। এখন একে 'বুদ্ধিমান' ফুটবল বলে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, এই ফুটবলের ভেতরে লাগানো আছে একটা সেন্সর। এই সেন্সরের সাহায্যে বলটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সহজেই ধরিয়ে দেয় অফসাইড ও জানিয়ে দেয় সঠিক ফ্রি-কিক পয়েন্ট। এবারের ফিফা বিশ্বকাপে চালু হয়েছে ভিএআর(ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) পদ্ধতি। খেলা চলাকালীন ফুটবলে থাকা সেন্সরটি একজন খেলোয়াড়ের শরীরের ২৯টি পয়েন্ট থেকে ডাটা সংগ্রহ করে ভিএআর রুমে থাকা রেফারিদেরকে জানিয়ে দেয়। খেলা চলাকালীন প্রতি সেকেন্ডে ফুটবলের পজিশনাল ডাটা গুলো ওই বল থেকে ভিএআর কমে আসতে থাকে। আর এই কাজে ফুটবলকে সাহায্য করে মাঠে আলাদাভাবে স্থাপিত থাকা ১৪টি ক্যামেরা। ভিএআর প্রধানত - গোল, পেনাল্টি, রেড কার্ড অফ ফাউল, মিসটেকেন আইডেন্টিটি ও অফসাইড পজিশন এই বিষয় গুলি চেক করে। তাই এই 'আল-রিহলা' ফুটবল জগতের সবচেয়ে অত্যাধুনিক ও বুদ্ধিমান ফুটবলের তকমা পেয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে ব্রাজিল ফিফা বিশ্বকাপে অফিসিয়াল ফুটবলের নাম ছিল 'বাজুকা' যাতে লাগানো ছিল শুধু গোললাইন সেন্সর।

দারিদ্রতা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্র জয় করে ফিরলো বুল্টি

মলয় সুর : নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সংসারে। দুই ছেলে মেয়ের মুখে অন্ন জোগাতে হিমশিম অবস্থা। তবু দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কাঙ্খিত সাফল্য ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর বত্রিশ ছোঁয়া অ্যাথলিট বুল্টি রায়। ফের জয়জয়কার তারকেশ্বরের অ্যাথলিটের। এবার জাতীয় পর্যায় ভেটারেন্স (মাস্টার্স) দৌড়ে পাঁচটি ইভেন্টে স্বর্ণপদক অর্জন করে বাংলাকে শিরোনামে তুলে এনেছে বুল্টি।

মহারাষ্ট্রের নাসিকের মিনাতাই ঠাকরে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়তম মাস্টার্সদের (ভেটারেন্স) দৌড়ের আসর বসেছিল ২৫ থেকে ২৭ নভেম্বর। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা হলেও নেপাল বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগীরা বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে ডাক পেয়েছিলেন। তাঁর দুই সন্তান মেয়ে বিন্দিয়া পঞ্চম শ্রেণিতে এবং ছেলে শিবশংকর চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। সে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পায়। এছাড়া ৪০০ মিটার রিলেতেও প্রথম স্থান লাভ করে। তারকেশ্বরের ১০ নং ওয়ার্ডের জয়কৃষ্ণরাজার বটতলার এই পরিশ্রমী জেদি মেয়েটি এক চিলতে ছোট্ট ভাড়া ঘরে থাকে। চালচুলোহীন ভাঙা ঘরটায় মেডেল ও শংসাপত্রের পাহাড় হয়ে গেছে। সেগুলো অযত্নে কালে কালে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ট্রফিগুলো ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তবু নিজের কাজ থামান নি তিনি। উল্লেখ্য, প্র্যাকটিসে যাওয়ার সুবাদে রেলপথে সন্তোষ রায় নামের এক হকারের সঙ্গে পরিচয়। তারপর ২০১০ সালে সন্তোষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়া। সন্তোষ ট্রেনে বিভিন্ন মরশুমে গরমে শশা, পানিফল ও সবেদা বিক্রি করেন। খুবই কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত হচ্ছে। বর্ষাকালে ভাড়া বাড়িতে বৃষ্টির জল পড়ে। তাই তিনি নিজস্ব একটা ঘর চান, যেখানে সপরিবারে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে দেখে বুল্টির বেড়ে ওঠা। তাঁর কথায়, ছোটবেলায় বাড়িতে টিভি ছিল না। প্রতিবেশির বাড়িতে গিয়ে টিভিতে জ্যোতির্ময়ীর দৌড় দেখতাম। তখন মনে মনে আমি যেন ওঁর কাছে পৌঁছে যেতাম। বুল্টির প্রশিক্ষক ছিলেন তারকেশ্বরের শিবপ্রসাদ ধাড়া। নাসিকে থাকতেই বুল্টি ফোনে খবর পান দীর্ঘ আট বছর রোগভোগের পর দিন কয়েক আগে তিনি মারা গিয়েছেন। তাই দ্রুত ইভেন্টে না নেমে ওখান থেকে ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় স্যার শিবপ্রসাদ বাবুকে শেষ যাত্রায় দেখার জন্য। এবারের পুরস্কার স্যারের পায়ে অঞ্জলি দেয় বুল্টি। বুল্টির ইচ্ছে অলিম্পিকে পাড়ি দেওয়া বা আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করা। তাই নিজেকে গড়ে তুলতে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে চলেছেন। এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রতিভাবান ভেটারেন্স অ্যাথলিট বুল্টি এলাকায় বস্তির বাসিন্দাদের কাছে অন্ধকারে ঝলমলিয়ে ওঠা উজ্জ্বল আলোক রেখা। তাঁর দৌড়বিদ কেরিয়ারই হয়ে উঠেছে সকলের আদর্শ। যাবতীয় প্রতিকূলতা টপকে স্বপ্ন পূরণের পথে একের পর মাঠ কাঁপাচ্ছেন। আর তা দেখে সবাই উদ্দীপ্ত। এত সাফল্যের পরেও তারকেশ্বর পুর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কাউন্সিলার তাঁকে নূন্যতম সম্মান জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি বলে বুল্টির অভিযোগ। তাঁর একটাই অনুরোধ, যে কোনও একটা চাকরির সুযোগ করে দিন যাতে অভাবী সংসারের হাল ধরা যায় ও ছেলেমেয়েদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়। ভেজা চোখে বুল্টির প্রশ্ন শুধু ভাবেন তিনি রাজ্যের দেশের সম্মানের জন্য প্রাণপাত করছেন, দেশের বাহাদুর সরকার তো খেলোয়াড়দের সাফল্যের নিরিখে চাকরি দেয়। তারবেলায় সেটা কি হবে না?

জানা-অজানা সফরে

সাতকোশিয়ায় প্রকৃতি কথা বলে

প্রিয়ম গুহ

সাত ক্রোশ পার করে বয়ে চলেছে মহানদী। তাই পাশের গ্রামটির নাম সাতকোশিয়া। ছোট্ট প্রান্তিক এই গ্রামটির প্রকৃতির উপাদানে ভরপুর। গ্রামের মানুষেরাও প্রস্তুত অতিথি আপ্যায়ণে। শুধু নামেই প্রান্তিক নয়, এক প্রান্তের এই গ্রামে একটি মাত্র ওষুধের দোকানই ভরসা প্রাথমিক চিকিৎসায়। ছোট্ট একটি বাজার একটা শিক্ষাক্ষেত্র আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মানুষের পদচিহ্নে এখন বেশ খানিকটা নাম করেছে। এখনকার ভাষায় অফবিট জায়গার বেশ প্রথম সারিতেই নাম করে নিয়েছে। প্রকৃতি এখানে ধরা দেয় তার নিজের মতো করে কালে কালে। গ্রীষ্মকালের সৌন্দর্যের সাথে বর্ষাকাল বা শীতকালের কোনও মিল পাওয়া যায়না এই জায়গায়। পাহাড়ের বুক চিরে মহানদী কখনো স্রোতস্বিনী কখনো বা ছন্দে ছন্দে এগিয়ে চলেছে। হলুদ মহানদীর জলে নৌকা ভেসে চলেছে দিগন্তের পথে। বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে সাদা মেঘ ছুঁয়ে যায় সকলকে। ভেজা বনরাশির গ্রাম্যময় গন্ধ জাগিয়ে তোলে মনপ্রাণ। গ্রীষ্মে বনরাশির হাওয়া ভরিয়ে তোলে মন প্রাণ। শীতের হিমের পরশ হাতছানি দিয়ে ডাকে সাতকোশিয়ায়।

উড়িষ্যার প্রান্তিক এই গ্রামটি এখন পর্যটনের এক নিদর্শন। সপ্তাহান্তে বছরের যে কোনও সময়ই ঘুরে আসা যায় সাতকোশিয়ায়। তবে প্রান্তিক ভাবেই এখনও এই গ্রামের সৌন্দর্যায়ন বজায় রেখে পর্যটকদের যেতে হবে। প্রকৃতিকে খুব একটা বিচলিত করলে চলবে না। দুটি মাত্র রিসোর্ট রয়েছে হিল ভিউ রিসোর্টে আটটা ঘর ব্যাস্। তাই যাওয়ার আগে অবশ্যই বহুদিন আগে থেকেই বুকিং করে যেতে হবে।

মহানদীতে ভেসে সুদূর প্রান্তরে সূর্যাস্ত দেখার আনন্দ উপভোগ করবেন বন্ধু বান্ধব বা পরিবারের সাথে স্যালো ওয়াটার রাইডে এবং ডিপ ওয়াটার রাইডে জঙ্গলঘেরা নদীপথে স্পীড বোটে করে উপভোগ করতে পারবেন এবং সেখানে নদীর ধারে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য থাকবে কুমীর। ছবি তুলে কুমীর দেখে দিনটা কাটবে ভালো। এছাড়াও আসে পাশে রয়েছে প্রচুর ঝরণা। পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে ঝমঝম শব্দে। একাকী একান্তে বা পরিবারের হুল্লোড়ে এক অন্য মজা। হাতির বসবাসকারী জঙ্গল ঘেরা পথ দিয়ে কালো রাস্তার ওপর গাড়ি ছুটে যাবে এক অনাবিল আনন্দ দান করতে করতে। শীত বা গ্রীষ্মে হাতির পালের সামনে পড়তে পারেন তবে খবরদার ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাস জ্বালিয়ে ছবি তুলবেন না। সাতকোশিয়া যাওয়ার পথে আদি জগন্নাথের মন্দিরও দেখতে পাবেন। অবশ্যই মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে শুরু করবেন যাত্রা। তবে প্রকৃতি আপনাকে মোটেই বাড়ি ফিরতে দেবে না। আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে রাখবে। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করতে একবার ছুটে ঘুরে আসুন সাতকোশিয়া। ওড়িষ্যার পুরীর সমুদ্র বা পাহাড়ী দাড়িংবাড়ির কাছে সাতকোশিয়া কিন্তু জিতে যাবে।

কীভাবে যাবেন

রাতে যে কোনও ভুবনেশ্বরগামী ট্রেনে উঠে পড়লেই হলো। রিজার্ভেশন করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে গাড়ি করে ১৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাবেন পাহাড় ঘেরা এই গ্রামে। রিসোর্ট থেকেও গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয় তারা বা ভুবনেশ্বরের যে কোনও গাড়ি বুকিংয়ের জায়গা থেকেও গাড়ি বুক করে নেওয়া যায় আগে থেকেই। তবে গাড়ি দুদিনের জন্য আপনার থাকবে। এছাড়া কলকাতা থেকেও গাড়ি নিয়ে আপনারা যেতে পারেন। এর পর সাতকোশিয়া ঘুরে নেওয়ার পর আবার সেই গাড়িই আপনাকে পৌঁছে দেবে স্টেশনে বা বাসস্ট্যান্ডে।

তবে মাথা পিছু খরচা কিঞ্চিৎ বেশি। পাঁচ থেকে ছয়-এর মধ্যে হয়ে যাবে আপনার ভ্রমণ যদি যান অনেকে মিলে একসাথে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com